কৃত্তিবাসবিমৰ্দ্দিনী বা ভুবনেশ্বরী।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের ম্যানেজার

শ্রীদুর্গাগতি মুখোপাধ্যায়-

প্রণীত।

কলিকাতা।

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,

মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত

১৩১৪।

উৎসর্গ।

যিনি সদা কার্য্য-সমুদ্রে ভাসমান হইয়াও

সাহিত্য-সেবায় সতত নিরত

সর্ব্বদা সুখসাধনসামগ্রীপরিবেষ্টিত থাকিয়াও

সাহিত্যসেবীর সুখলাভে ব্যগ্র,

যাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া লক্ষ্মীসরস্বতী সাপত্ন্যবিদ্বেষ

পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র বিরাজিত,

এই ক্ষুদ্র ধর্ম্মগ্রন্থখানি

সেই উদারকীর্ত্তি পরমনিষ্ঠাবান্ স্বধর্ম্মপরায়ণ

হিন্দুনরপতিকুলাবতংস

মহারাজাধিরাজ দ্বারবঙ্গাধীপ

শ্রীল শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর

মহোদয়ের প্রাতঃস্মরণীয় নামে অনুরাগ ও সম্মান

সহকারে উৎসর্গী কৃত হইল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

যযাতি—যাজপুরের রাজা
বিদূষক—রাজার সখা
হর—
নন্দী—
ভৃঙ্গী—
দূত—

স্ত্রীগণ।

উমা——ভগবতী—
জয়া—
বিজয়া—
রাণী——যযাতির স্ত্রী
প্রমদা——রাণীর সহচরী
কিরণ— ঐ

ভূমিকা।

হিন্দু মাত্রেই পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ও ভুবনেশ্বরধামে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর দেবকে দর্শন করিতে আইসেন। ভুবনেশ্বর ধামের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে অনেকে উৎসুক হন। গ্রন্থকার একমাত্র পুরাণের সাহায্যে এবং প্রায় ৭ বৎসর এখানে থাকিয়া স্থানীয় বিষয় যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছেন, ততদূর এই সামান্য পুস্তকে নাট্যাকারে লিখিয়াছেন। আশা করি, পাঠকগণ আমার দোষের ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলে বাধিত হইব।

শ্রীদুর্গাগতি মুখোপাধ্যায়।

কৃত্তিবাস-বিমর্দ্দিনী

বা

ভুবনেশ্বরী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম—দৃশ্য।

কৈলাসধাম।

উমা। দেব, এই পৃথিবী মধ্যে এমন মনোরম স্থান কোথায় আছে যে স্থানের দৃশ্য অতি সুন্দর এবং আপনার তপস্যা করিবার উপযুক্ত।

হর। প্রিয়তমে, এই কৈলাস সদৃশ স্থান পৃথিবী মধ্যে একটিমাত্র আছে, কিন্তু সে স্থান জনশূন্য এবং নিবিড় বনলতা প্রভৃতির দ্বারা সমাচ্ছন্ন।

উমা। প্রাণনাথ, এমন মনোহর স্থান জনমানব শূন্য কি জন্য? সে স্থানে কি কখন কোন মানব বা জন্তুর বাস ছিলনা?

হর। প্রিয়তমে, সে স্থান এত রমণীয় যে আমার বাঞ্ছা হয় আমরা যেরূপে এই কৈলাস ধামে বাস করিতেছি সেইরূপ সুন্দর ভাবে তথায় থাকি; কারণ তথায় বৃক্ষ, লতা ও পুষ্পাদির এরূপ শোভা এবং মনোহর সুগন্ধ যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না; যেন চিরবসন্ত তথায় বিরাজ করিতেছে, তথাকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যপ্রদ; কারণ ঐ স্থান পর্ব্বতময় কিন্তু জনশূন্য।

উমা। নাথ, যদি সে স্থান এমন সুন্দর তবে তথায় মানবের বা জন্তুগণের বাস নাই কেন? আমার ইচ্ছা হয় সে স্থানে থাকিয়া চিরদিন আপনার সেবা পূজা করি।

হর। প্রিয়ে, তথায় জীব জন্তুর বাস নাই তাহার কারণ সে স্থানে কৃত্তি এবং বাস নামক দুইটি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বাস করে। যে মানব বা জন্তু যখন সে বন মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই উহারা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সে স্থানে গোপন ভাবে আমি আমার ইষ্টদেবতার আরাধনা করিয়া থাকি; একথা আমি পূর্ব্বে কাহার নিকট প্রকাশ করি নাই। কিন্তু তোমার নিতান্ত অনুরোধে কেবল তোমারই নিকট প্রকাশ করিলাম।

উমা। নাথ, যে স্থানে আপনি থাকিয়া তপস্যা করেন সে স্থানে যে জীব-হিংসা হয়, ইহা বড় আশ্চর্য্যের এবং দুঃখের বিষয়। এই যে কৈলাসধাম, এস্থানেত নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু বাস করিতেছে; কৈ তাহারা ত কাহারও হিংসা করে না। সর্প ময়ূরের সহিত, ব্যাঘ্র হরিণের সহিত এবং অন্যান্য জন্তুগণ একত্র মিলিয়া পরস্পরে ভ্রাতার ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে।

হর। প্রিয়ে, তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য ; কিন্তু সেই রাক্ষসদ্বয় এরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা এখন দেবতাদিগের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

উমা। নাথ, তবে আপনি এরূপ পাপাচারী রাক্ষসদ্বয়ের অত্যাচার সহ্য করিতেছেনকেন? অবিলম্বে উহাদের বধ সাধন করা উচিত হইতেছে।

হর। জীবিতেশ্বরি, পূর্ব্বে উহারা আমার বড় ভক্ত ছিল এবং বহুকালাবধি আমার পূজা করিয়া বর লাভ করিয়াছে ; সুতরাং আমি উহাদিকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না ; এখন উহাদের তমোগুণ প্রবল হইয়াছে ; সে কারণ ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার উহাদের নাই।

উমা। নাথ, উহারা যতই অত্যাচারী হউক না কেন, আমার কিছুই করিতে সক্ষম হইবেক না ; আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে আমি ঐ সুন্দর স্থানে থাকিয়া আপনার সেবা পূজা করিব।

হর। প্রিয়ে, তুমি ভুবনমোহিনী, যদি কখন ঐ দুর্বৃত্ত রাক্ষসদ্বয় তোমাকে অবলোকন করে, তবে তাহারা কামে উন্মত্ত হইয়া তোমাকে পাইবার চেষ্টা করিবে ; তখন তুমি একাকিনী কি করিবে ?

উমা। নাথ, এ ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই যে আমাকে পাপ চক্ষে দেখে, যে হতভাগ্য আমাকে পাপ নয়নে দেখিবে, তাহার অবস্থা শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয়ের ন্যায় হইবে।

হর। প্রিয়ে, সেই জন্যই তোমাকে বলিতেছি তথায় তোমার যাইবার আবশ্যক নাই ; আমার অনুরোধ যাইতে ক্ষান্ত হও ; যদি তোমার অন্য কোন অভিলাষ থাকে, আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল ; আমি এখনই তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব।

উমা। নাথ, আপনার শ্রীচরণে আমার এই মিনতি, আমার বড় সাধের আশায় আপনি বাধা দিবেন না।

হর। প্রিয়ে, যখন তোমার একান্তই সে স্থানে থাকিবার মানস হইয়াছে, তখন আমি আর বাধা দিব না। দেখিও যেন কোন বিপদ ঘটে না; খুব সাবধানে প্রচ্ছন্নভাবে তথায় ভ্রমণ করিও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুবর্ণকোট পর্ব্বত।

উমা। আহা এই স্থানটি কেমন সুন্দর, এই স্থানে বনলতা এবং বৃক্ষাদিতে কেমন শোভা পাইতেছে; পক্ষিগণের সুস্বরে মনপ্রাণ মোহিত হইতেছে, যেন কর্ণকুহরে উহারা অমৃত বর্ষণ করিতেছে। ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া সদা গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে আহা এমন সুন্দর স্থানে থাকিয়া যদি নাথের পূজা ও সেবা করিতে না পাই, আমার জন্মই বৃথা; কিন্তু বড়দুঃখের বিষয়, এ হেন সুন্দর স্থানে কোন মানব বা জন্তুর বাস নাই। নাথের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলাম, দুর্দ্দান্ত কৃত্তি ও বাস নামক রাক্ষসদ্বয় সমস্ত জীব ও জন্তুকে বধ করিয়াছে। নাথ যে বলিয়াছিলেন, তিনি গোপনভাবে এই স্থানে যোগ করিতেছেন, কৈ বহু অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না; তবে কি আমার অদৃষ্টে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করা ঘটিবে না? (মনে মনে চিন্তা করিয়া) নাথ গব্যরস ও নবনীত বড় ভাল বাসেন; উহা দিয়া পূজা করিলে তাঁহার বড়ই তৃপ্তিবোধ হয়; অতএব লোকালয় হইতে ধেনু সংগ্রহ করিয়া আনি।

(এই স্থির করিয়া বহু দূরদেশ হইতে কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বনমধ্যে ছাড়িয়া দিলেন এবং এরূপ মায়া প্রকাশ

করিয়া ধেনু চরাইতে লাগিলেন যে গাভীগণকে এবং তাঁহাকে রাক্ষস দ্বয় দেখিতে পাইল না। কিছুদিন এইরূপে ধেনু চরাইতে চরাইতে এক দিবস তিনি দেখিতে পাইলেন, যে একটি দুগ্ধবতী গাভী নিবিড় জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ দিকের একটি পা তুলিয়া আছে; ইহাতে ভগবতীর মনে বিস্ময়ের উদয় হওয়াতে অতিকষ্টে জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে এক খণ্ড শিলার উপর গাভী দুগ্ধ দান কারতেছে, ঐ শিলা দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয়বল্লভ ঐরূপ ভাবে যোগে রত আছেন, তখন তিনি মহেশের স্তব করিতে লাগিলেন)।

হে যোগময় আপনাকে নমস্কার।
হে অনাদিলিঙ্গ আপনাকে নমস্কার।
হে আশুতোষ আপনাকে নমস্কার;
হে ত্রিশূলী আপনাকে নমস্কার।
হে অচিন্ত্যরূপ আপনাকে নমস্কার।
হে ভবভয়হারী আপনাকে নমস্কার।
হে মৃত্যুঞ্জয় আপনাকে নমস্কার।
হে দয়াময় আপনাকে নমস্কার।

হর। দেবি, তোমার স্তবে আমি প্রীতি লাভ করিয়াছি, তুমি বর চাও।

উমা। হে প্রভু, হে অনাথনাথ, যখন আপনি আমায় বর দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন আমায় এই বর দিন যেন এখানে থাকিয়া চিরদিন আপনার সেবাপূজা করিতে পারি।

হর। দেবি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

উমা। বহু দিন অতীত হইল, কোন জন্তুকে ত এই অরণ্যে দেখিতে পাই নাই, অদ্য প্রথমেই এই হরিণ ও হরিণীকে দেখিতে পাইলাম। আহা উহাদের শরীরের গঠন কেমন সুন্দর, আনন্দে কেমন নৃত্য করিতেছে; বোধ হয়, রাক্ষসদ্বয় উহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করে নাই; এই-রূপ নিরীহ জন্তুকে কাহার বধ করিতে ইচ্ছা হয়। (হঠাৎ সেই সময় রাক্ষসদ্বয় আসিয়া ঐ মৃগ দুইটিকে ধরিয়া লইয়া গেল)। রে দুরাত্মাগণ তোদের কি মায়া দয়া নাই? তোরা কি কারণে ঐ নিরীহ জন্তুদ্বয়কে বধ করিবি? উহারা ত তোদের কোন অনিষ্ট করে নাই? না আর তোদের অত্যাচার আমি সহ্য করিব না।

(এই ঘটনার কিছুদিন পরে ভগবতী প্রকাশ্যভাবে গোপকন্যার বেশ ধারণ করিয়া গোচারণ করিতে করিতে দূরে দেখিতে পাইলেন যে ঐ রাক্ষসদ্বয় এক স্থানে বসিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা করিতেছে)।

কৃত্তি। দেখ ভাই, বহুকাল অতীত হইল, এই স্থানে আমরা বাস করিতেছি এখানে যত মানব ও জন্তু ছিল, সমস্তই আমাদের উদরে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের ভয়ে এ বনের বহুদূর পর্য্যন্ত কোন জীব বাস করেনা; আজ কেন এই নারী এবং গাভীগণ এখানে আসিয়া বেড়াইতেছে।

বাস। দাদা, আমার বোধ হয় ঐ রমণী ভ্রমক্রমে গাভীগণ সহ এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আজ আমাদের সুদিন তাই এইরূপ উপাদেয় খাদ্য আমাদের নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

কৃত্তি। দেখ বাস, আজ আমার মন প্রথম হইতেই বিশেষ চঞ্চল হইয়াছে, চারিদিকে যেন অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি; ইহার কারণ কি?

বাস। দাদা, ও সব কিছুই নয়, আমাদের আবার অমঙ্গল কিসে হবে? আমরা ত্রিশূলীর বরে অমর হইয়াছি। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতা আমাদের প্রতাপে ভীত। দাদা, আমার আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না; চল দুজনে গিয়া ঐ রমণী এবং গাভীগুলিকে ভক্ষণ করি; কারণ অনেক দিন হইল, অমন সুন্দর আহার আমরা পাই নাই।

কৃত্তি। দেখ ভাই অত ব্যস্ত হইও না; চল অগ্রে আমরা যাইয়া ঐ রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি; খাদ্য ত আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আছে; পলাইবার উপায় নাই। (উভয়ে রমণীর নিকট উপস্থিত হইয়া) সুন্দরি, তুমি কে? তুমি কি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী অথবা স্বর্গের নর্ত্তকীদের মধ্যে রম্ভা, উর্ব্বশী বা মেনকা প্রভৃতির মধ্যে কেহ হইবে? কারণ তোমার রূপ ও অঙ্গের গঠন দেখিয়া কখন মানবী বলিয়া বোধ হয় না; অতএব ভীত না হইয়া আমাদের নিকট তোমার প্রকৃত পরিচয় দাও।

উমা। (গোপকন্যা বেশে) হে বীর দ্বয়! আমি তোমাদিগকে দেখিয়া বিশেষ ভীত হইয়াছি, যদি অভয় দান কর তাহা হইলে তোমাদিগকে আমার পরিচয় দি।

বাস। কুরঙ্গনয়নে, তোমার কোন ভয় নাই; তুমি নির্ভয়ে আমাদের নিকট তোমার প্রকৃত পরিচয় দিতে পার।

উমা। হে বীরশ্রেষ্ঠ! আমি ইন্দ্রাণী বা স্বর্গের নর্ত্তকীদিগের মধ্যে কেহ নহি; আমি সামান্যা মানবী, গোপবালা মাত্র। গাভী চরাইতে চরাইতে এই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু বহির্গমনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না; অতএব দয়া করিয়া যদি বনের বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দাও তাহা হইলে আমি বড় বাধিত হইব।

বাস। সুন্দরি, ও কেমন কথা বলিতেছ? তুমি যদি আমাদের একটি

মাত্র উপকার কর, তাহা হইলে আমরা তোমার চিরদিনের জন্য কেনা দাস হইয়া থাকিব।

উমা। হে বীর, আমি সামান্যা মানবী, আমার দ্বারা তোমাদের এমন কি উপকার হইতে পারে, যাহার জন্য তোমরা বিনীতভাবে আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ ?

বাস। সুন্দরি, আমরা বাহুবলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল এই ত্রিভুবন জয় করিয়াছি ; কিন্তু বিনীত ভাবে কখন কাহারও নিকট কিছুই প্রার্থনা করি নাই ; কেবল তোমার অনুগ্রহের প্রার্থী।

উমা। হে বীর দ্বয়, তোমাদের মনোভিলাষ কি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল ; যদি আমার দ্বারা তাহা পূর্ণ হইবার হয়, অবশ্য তাহা করিব।

কৃত্তি। বরাননে, আমরা তোমার ভুবনমোহনী রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি ; আমরা দুই ভ্রাতা আমাদের মধ্যে তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয়, পতিত্বে বরণ কর ; এই আমাদের প্রার্থনা।

উমা। বীরশ্রেষ্ঠ! তোমাদের প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত ; কারণ আমি পতিব্রতা, আমার স্বামী বিদ্যমান আছেন, অতএব তোমরা এ দুরাশা পরিত্যাগ কর।

কৃত্তি। কুরঙ্গনয়নে. তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য হইতে পারে ; কিন্তু আমরা তোমার রূপে এরূপ কামাতুর হইয়াছি যে, আমাদের এ প্রস্তাব কখন পরিত্যাগ করিবার নহে ; যদি সহজে সম্মত না হও, তাহা হইলে বলপ্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না ; অতএব আমাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে যাহাকে অভিরুচি হয় বরণ কর।

উমা। হে বীরদ্বয়, যখন তোমরা কোন মতে আমার নিষেধ শ্রবণ করিতেছ না, তখন অগত্যা তোমাদের প্রস্তাবে আমাকে সম্মত হইতে

হইবে, কিন্তু আমার একটি ব্রত আছে; তাহা এই, যে কেহ আমাকে স্কন্ধে করিয়া পঞ্চ ক্রোশ প্রদক্ষিণ করিতে পারিবেক, তাহাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব। যখন তোমরা উভয়েই আমাকে পাইবার জন্য লালায়িত, তখন উভয়েই আমাকে স্কন্ধে করিয়া এই পঞ্চ ক্রোশ প্রদক্ষিণ কর, যদি ইহা করিতে তোমাদের ইচ্ছা না হয়, তবে আমাকে আমার নিজ ভবনে যাইবার জন্য এই অরণ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবার পথ দেখাইয়া দাও।

বাস। মনোরমে, তোমার এই প্রস্তাব শুনিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। তোমাকে স্কন্ধে করিয়া পঞ্চ ক্রোশ মাত্র ভ্রমণ করিব এ ত সামান্য কথা; আমরা এত বল ধারণ করি যে, যদি হিমালয় পর্ব্বত বহন করি, আমাদের সামান্যমাত্র ক্লেশ বোধ হইবেক না। আমরা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না, এই দুই ভাইয়ে স্কন্ধ পাতিয়া দিলাম সত্বর উঠিয়া আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ কর।

উমা। হে বীরদ্বয়, তবে তোমরা তোমাদের মস্তক অবনত কর, আমি তোমাদের স্কন্ধে দণ্ডায়মান হই।

কৃত্তি। কুরঙ্গনয়নে, এই আমরা স্কন্ধ পাতিয়া দিলাম তুমি উঠিতে আর বিলম্ব করিও না।

উমা। এই আমি তোমাদের স্কন্ধে উঠিলাম।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর।

কৃত্তি। ভাই বাস, আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি, এই রমণী এত গুরুভার বোধ হইতেছে যে, ইহাকে বহন করিবার ক্ষমতা আর আমার নাই; আমরা বড় বড় পর্ব্বত বহন করিয়াছি, কিন্তু কখন এরূপ ক্লান্ত বা বলহীন হই নাই।

বাস। দাদা, আমার যে কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা আর আমি কি বলিব, কেবল লজ্জায় আমি এতক্ষণ বলহীন হইয়াও নীরব ছিলাম। এই রমণী যে এত গুরুভার হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, এক্ষণে ইহাকে পরিত্যাগ করা আমাদের উচিত হইতেছে।

উমা। (ক্রোধে) রে পাপিষ্ঠদ্বয়, তোরা বিনা দোষে মানব ও জন্তুগণকে বধ করিয়া এইস্থান অরণ্যরূপে পরিণত করিয়াছিস্। তোরা ত্রিশূলীর

বলে বলী হইয়া, দেবতাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেছিস্, তোদের পাপে এই বসুন্ধরা টলমল করিতেছে। তোরা কামে উন্মত্ত হইয়া সতীর সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিলি, তোদের আর নিস্তার নাই, এখনই তোদের বধ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতালের জীব জন্তুদিগের ভয় দূর করিব।

কৃত্তি। (ভয়ে) হে ত্রৈলোক্যমোহিনী তুমি কে? তোমাকে প্রথম দেখিবামাত্র আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে তুমি কখন মানবী নও। তুমি আমাদিগকে মায়ায় মোহিত করিয়া আমাদের বল হরণ করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে বধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, কিন্তু যাহা মনে করিয়াছ তাহা পারিবে না; কারণ আমরা দেবদেব মহাদেবের বরে অমর হইয়াছি।

উমা। রে পাপিষ্ঠগণ! যদি তোরা দেবদেব মহাদেবের ভক্ত, তবে তোরা এরূপ পাপ কার্য্য কেন করিতেছিলি? যখন তোরা বিনা দোষে বহু প্রাণী বিনাশ করিয়াছিস ও সতীর সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিলি, তখন তোদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।

কৃত্তি। দেবি, যখন তুমি আমাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছ, তখন তুমি সামান্যা রমণী নহ; কারণ আমরা বাহুবলে এই ত্রিভুবন জয় করিয়াছি; অতএব আর ছলনা না করিয়া তোমার প্রকৃত পরিচয় দিয়া আমাদের সন্দেহ দূর কর।

উমা। রে রাক্ষসাধম, যখন তোরা আমার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিস, তখন আমার পরিচয় শোন্। তোরা যার বলে বলী হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল জয় করিয়াছিস, আমি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী।

কৃত্তি। দেবি! তুমি আমাদের গুরুপত্নী, তোমায় নমস্কার। তুমি এই

ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছ তোমায় নমস্কার। তুমি আদ্যাশক্তি তোমায় নমস্কার। তুমি শুম্ভ নিশুম্ভ ও রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরদিগকে বধ করিয়াছ, তোমায় নমস্কার। তুমি অচিন্ত্যরূপিণী, তোমায় নমস্কার। তুমি আমাদের মাতা, অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।

উমা। রে রাক্ষসদ্বয় আমি তোদের স্তবে তুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোদের কি মনোভিলাষ আছে, আমার নিকট প্রকাশ কর্।

বাস। হে দেবি! আপনি আমাদের মাতা অতএব অভয় দান দিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন কারণ আপনার পদদলনে আমরা বলহীন হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছি, এমন কি আমাদের প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং আমরা জীবজন্তুগণকে বিনাশ করিয়া যে সকল পাপ উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা যেন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

উমা। হে রাক্ষসদ্বয়! যখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছি তোমাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিব, তখন আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবেক না।

(এই কথা বলিয়া দেবী ঐ রাক্ষসদ্বয়কে পদ দ্বারা দলন করাতে উহারা পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেবী যখন উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে উহারা পুনরায় উঠিতেছে তখন তিনি ১০৮ যোগিনীকে আদেশ করিলেন তোমরা সতর্কতার সহিত সর্ব্বদা এই স্থানে পাহারা দাও যেন ঐ রাক্ষসদ্বয় কদাচ পৃথিবীর উপরে না আসিতে পারে)।

যখন তোমাদের স্কন্ধে আমি পদ দিয়াছি, তখন তোমাদের সমস্ত পাপ মোচন হইয়াছে; আর এই স্থানে আমি পদ দ্বারা দলন করিয়া তোমাদের বল হরণ করিয়া পাতাল মধ্যে প্রবেশ করাইলাম; এজন্য এই স্থান মহা তীর্থরূপে পরিণত হইল; অদ্য হইতে ইহার নাম

"দেবী-পাদ হরা" হইল। (অনন্তর শ্রমে কাতর হইয়া উমাদেবী দেবদেব মহাদেবের স্মরণ করিতে লাগিলেন।) হে মহেশ, হে ভূতনাথ, হে ত্রিলোচন, হে বিশ্বেশ্বর, হে ত্রিশূলী, হে আশুতোষ, হে বিভুতি ভূষণ, হে অনাথনাথ, হে পশুপতি আমি বড় বিপদে পড়িয়া তোমার শরণ লইতেছি, আমার প্রাণ রক্ষা কর; তোমার দাসীর বুঝি প্রাণ যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৈলাশ ধাম।

নন্দী। হায় আমাদের কি দুরদৃষ্ট, আমাদের মা আমাদিগকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন এই কৈলাশ ধাম যেন শূন্যময় বোধ হইতেছে। এই স্থান আনন্দময়ীর কৃপায় সদাই সুখময় ছিল, এখন এখানে থাকৃতে আর ইচ্ছা হয় না; মনে করি, মা যেখানে আছেন, সেই থানে গিয়ে তাঁর সেবা করে, মন প্রাণ শীতল করি।

ভৃঙ্গী। ভাইরে শুধু কি মা বিহীন কৈলাশধাম, বাবাও যে কোথায় গেছেন তা বলতে পারি না; বোধ হয় আমাদের কাঁদাবার জন্য দুজনে পরা-মর্শ করে কোথায় গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করছেন, আর আমরা সদাই কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চি।

নন্দী। দেখ ভাই! আমরা গাঁজা ও সিদ্ধিখেয়ে যেথায় সেথায় ঘুরে বেড়িয়ে এক রকমে দিন কাটাচ্চি কিন্তু জয়া ও বিজয়া সদাই কেঁদে মা মা বলে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্চে; তাদের কষ্ট আর দেখ্‌তে পারি না।

ভৃঙ্গী। আচ্ছা দাদা! বাবা আমাদের ভোলানাথ তিনি যেন কোথায়

যোগ কর্‌তে বসে আমাদের ভুলে গেছেন কিম্বা কোন ভক্তের প্রেমে বাঁধা পড়ে তাকে ছেড়ে আসতে পার্‌ছেন না ; কিন্তু মা যে আমাদের দয়াময়ী তবে তিনি আমাদের কষ্ট দিচ্চেন কেন ?

নন্দী। ভৃঙ্গি! তুই যা বল্লি তা সত্য হতে পারে, কিন্তু আমার মনে নানা রকম ভাবনা উঠচে। আমার বোধ হয়, বাবা কোথায় বনে বসে যোগ কর্‌ছেন, আর মা কোন দৈত্য দানবের সঙ্গে যুদ্ধ কচ্চেন। এতদিন আমার একরকমে কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু আজ যেন প্রাণ সদাই কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, যেন বিপদে পড়ে মা আমাদের ডাক্‌ছেন।

জয়া। বলি তোরা দুজনে কেবল সিদ্ধি ও গাঁজা খেয়ে বেড়াবি, মা ও বাবা যে কোথায় গেলেন, তা আমাদের বল্লিনি ; তোরা জানিস্ তাই মনের সুখে দিন কাটাচ্ছিস্, আর আমরা যে কাটা ছাগলের মত ধড় ফড় কচ্চি তা দেখেও দেখিস্‌না।

বিজয়া। দিদি, যা বল্লি তা ঠিক্ ; তা না হলে রোজ রোজ ওদের বলি তোরাত আমাদের মত স্ত্রীলোক নয় যে কোথাও যেতে পারবিনি ; আর মা ও বাবাকে খুঁজে আনতে পার্‌বিনি, তা আমাদের কথা কানে করে না ; কেবল হুকুম চালান সিদ্ধি বেটে দে, গাঁজা সেজে দে,' এবার আর কখন যদি তোদের জন্য সিদ্ধি বেটে দি, কি গাঁজা সেজে দি, আমায় বড় দিব্বি রহিল।

নন্দী। দেখ্ জয়া বিজয়া! তোরা মেয়ে মানুষ ; মনে করিস্ মা ও বাবার জন্য আমাদের প্রাণে কষ্ট হয় না ; আমাদের প্রাণের ভিতর যে কি হচ্চে, তা তোরা কি বুঝ্‌বি। মা, বাবা এখান থেকে যাওয়া অবধি আমরা যেন মণি হারা ফণীর ন্যায় ছট্ ফট্ করে বেড়াচ্চি।

ভৃঙ্গী। দাদা! আমার প্রাণ আজ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে ; আমার বোধ হয়, মা আমাদের কোথায় যেন বিপদে পড়ে, কাতরা হয়ে, আমাদের

ডাক্‌চেন, চল দাদা চল, মা যেথায় থাকুন্ না কেন,মার কাছে আমরা যাব।

জয়া। ও ভৃঙ্গি তুই বল্লি কি? মা আমাদের বিপদে পড়েছেন? তবে আমাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে চল, আমরা গিয়ে মার সেবা কর্‌ব।

নন্দী। জয়াদিদি! মা আমাদের কোথায় আছেন তা যদি ঠিক করে জান্‌তাম, তা হলে কি আমাদের এ দশা হত? তোরা আর ব্যাকুল হস্‌নি, আমরা দুভাই গিয়ে শীঘ্র মাকে খুজে নিয়ে আস্‌ব।

ভৃঙ্গী। দাদা আর দেরী কর্‌তে পারি না, আমার প্রাণের ভিতর কেমন কচ্চে, মা যেন নন্দীরে ভৃঙ্গীরে বলে কাঁদ্‌চেন, তুমি যদি মাকে আন্‌তে না যাও তবে আমি চল্লেম।

বিজয়া। ভৃঙ্গী দাদা! তোমাদের আমি সিদ্ধি বেটে দেবোনা, গাঁজা সেজে দেবোনা বলেচি বলে কি মাকে আন্‌তে যাই বলে ফাঁকি দে পলাচ্চ? একে ত মা, বাবা নাই তাই আমরা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চি, তবু তোমরা আছ বলে কোন রকমে দিন কাটাচ্চি; তোমরা যদি আমাদের ছেড়ে চলে যাও তা হলে আমরা এই পাহাড় থেকে পড়ে আমাদের এ পোড়া প্রাণ বার্ কোরবো।

ভৃঙ্গী। না দিদি, তোদের ফাঁকি দিয়ে আমরা পালাচ্চি না; মা বাবার জন্য আমাদের প্রাণ বড় অস্থির হয়েছে তাঁহাদের আন্‌তে যাচ্চি, যদি তাঁরা এখানে আর না আসেন, তা হলে তাঁরা যেখানে আছেন সন্ধান করে তোদেরও সেখানে নিয়ে যাব। মা বাবা যেখানে থাক্‌বেন, সেই আমাদের কৈলাস ধাম।

বিজয়া।—দেখিস্ ভাই! মা, বাবা যেমন আমাদের ভুলে আছেন, তোরাও গিয়ে যেন আমাদের ভুলে থাকিসনে্।

নন্দী।—জায়া, বিজয়া দিদি, তোরা যে আমাদের ছোট বোন, তোদের কি

কখন ভুলে থাকৃতে পারবো ? হয় আমারা মা ও বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে অস্‌বো, না হয় তাঁরা যেখানে আছেন সেই খানে নিয়ে যাব।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর।

হর।—এই জন্যই প্রিয়াকে বলেছিলাম যে এ স্থানে আসিবার প্রয়োজন নাই, আসিলেই রাক্ষস দ্বয়ের সহিত বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা, এখন দেখিতেছি তাহাই ঘটিয়াছে। প্রিয়া ত শ্রমে কাতরা হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন, কৈ রাক্ষস দ্বয়কেও ত দেখ্‌তে পাচ্চিনা, তাহারা আমার বরে অমর হয়েছে সুতরাং তাহাদের ত মৃত্যু নাই ; বোধ হয় তাহারা রণে পরাস্ত হয়ে স্থানান্তরে গিয়াছে।

(উমাকে বাতাস করণ)

উমা।—হে প্রাণনাথ। এ কি করিতেছেন ? এ রূপ কার্য্য করা আপনার উচিত হইতেছেনা ; কারণ আপনার সেবা করা এ দাসীর কর্ত্তব্য কার্য্য।

হর। প্রিয়ে ! ঐ সমস্ত-কথা এখন থাক তুমি বিশ্রাম কর।

উমা।—নাথ ! আমার শ্রান্তি-দূর হইয়াছে ; কিন্তু আমি পিপাসায় অতিশয় কাতরা হইয়াছি, কিঞ্চিৎ বারি দানে আমার প্রাণ রক্ষা করুন।

হর। (স্বগত) তাইত এই প্রান্তর মধ্যে বারি কোথায় পাই ? আচ্ছা পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার জল আনাইয়া প্রিয়াকে পান করাই না কেন ? (ত্রিশূল ভূমির উপর বিদ্ধ করণ) প্রাণেশ্বরি ! এই বারি পান কর।

উমা।—নাথ! বারি পানে আমায় প্রাণ শীতল হইয়াছে, কিন্তু আমার মনে একটি নূতন অভিলাষ উদয় হইয়াছে; যদি অনুমতি দেন তাহা হইলে প্রকাশ করি।

হর।—প্রিয়ে! তোমার মনে আবার কি ভাবের উদয় হ'ল, তাহা আমায় প্রকাশ করিয়া বল, আমি তাহা পূর্ণ করিব।

উমা।—প্রাণেশ্বর, আমি যেমন এই বারি পানে তৃপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ যেন এই জলে সকল প্রাণী তৃপ্তি লাভ করে।

হর।—হৃদয়েশ্বরি, তোমার কথা শুনে এমন সময়েও আমি না হাসিয়া থাক্‌তে পারলাম্‌না; কারণ এই বারি পান করে তুমি তৃপ্তি লাভ কর্‌লে, আর জগতের প্রাণী তৃপ্তিলাভ কিরূপে করবে, তা আমি বুঝতে পারিলাম না।

উমা।—তুমি ত্রিগুণেশ্বর, তা ওসব কথা বুঝতে পার্‌বে কেন? যখন আমার কাছথেকে শুনিবার ইচ্ছা হয়েছে, তখন আমাকে বল্‌তেই হবে। আমার অভিলাষ এই, যেন সমস্ত তীর্থের জল এখানে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে চির কাল থাক, যে কোন প্রাণী এই জলে ভক্তি পূর্ব্বক স্নান, তর্পণ বা এই জল পান করিবে অন্তিমে যেন তাহারা শিবলোকে স্থান প্রাপ্ত হয়।

হর। প্রিয়ে! ইহার জন্য এত অনুরোধ? আচ্ছা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। হে বৃষভ! তুমি কোথায় আছ, অবিলম্বে এখানে আসিয়া উপস্থিত হও।

বৃষভ। প্রভু! এ দাসকে কি জন্য স্মরণ করেছেন? আমায় কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

হর। এই পৃথিবী মধ্যে যতগুলি তীর্থ আছে তাহাদিগকে বল্‌বে, যেন তাহারা অবিলম্বে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, যে না আসিবে তাহাকে ভস্ম করিব।

বৃষভ। যথা আজ্ঞা প্রভু! এই আমি চল্লেম।

নন্দী। ভৃঙ্গি ভাই! আর আমি চল্‌তে পারিনা, বাবা ও মাকে ত পাইলাম না, আর আমাদের এ ছার জীবন ধারণ করিবার দরকার নাই; আমরা এই প্রান্তর মধ্যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।

ভৃঙ্গী। দাদা! আমাদের আর কি প্রাণ আছে? আমাদের যে প্রাণ দয়াময়ী মা, সেই প্রাণ পাবার জন্যই ত আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দাদা চুপ কর ঐ যে আমাদের মা ও বাবা বসে কি কথাবার্ত্তা কচ্ছেন্; আহা মার যেন মুখখানি শুকিয়ে গেছে। মা যে আমাদের আনন্দময়ী, তাঁর মুখ শুকিয়ে গেছে কেন ভাই?

নন্দী। ভৃঙ্গি রে! তবে কি আমরা এতদিন পরে আমাদের হারাধন পেলাম? কৈ মা কৈ বাবা কৈ, আমি যে চক্ষে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

ভৃঙ্গী। দাদা! ধৈর্য্য ধর, আমাদের দুঃখের দিন গিয়ে এখন সুখের দিন এসে উপস্থিত হয়েছে, আমরা মা পেয়েছি, বাপ পেয়েছি, আমাদের সকল দুঃখ এখনই চলে যাবে।

হর। হৃদয়েশ্বরি! দেখ দেখ আমাদের নন্দী ও ভৃঙ্গী এদিকে আস্‌ছে, আহা বাছাদের মুখ শুখায়ে গেছে।

উমা। কৈ আমার নন্দী ভৃঙ্গী, কৈ আমার জয়া বিজয়া?

নন্দী। মাগো! আমাদের কথা কি তোর মনে আছে? যদি থাক্‌তো তা হলে কি আমাদের কাঁদায়ে এখানে লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তিস্। আচ্ছা মা যেন আমাদের পাষাণীর মেয়ে, তাই পাষাণী হয়ে ছিলেন; বাবা! তোমার হৃদয় ত তেমন নয়?

উমা। নন্দী আমাকে আর লজ্জা দিও না; তোমাদিগকে সঙ্গে করে না এনে আমি বিষম বিপদে পড়েছিলাম। কৃত্তি এবং বাস নামক দুই রাক্ষসকে জব্দ কর্‌তে গিয়ে আমি নিজেই জব্দ হয়েছি।

ভৃঙ্গী। মা! এখন ও সব কথা থাক, চল আর এখানে থেকে কায নাই, জয়া বিজয়া মা মা বলে কেঁদে কেঁদে প্রাণ হারাতে বসেছে।

উমা। ভৃঙ্গি! এখন আমার এখানে থাক্‌বার ইচ্ছা হয়েছে, এখানে থেকে প্রভুর সেবা পূজা কর্‌ব বলে অনেক কষ্ট সহ্য করেছি; তুই যা, আমাদের জয়া বিজয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়।

ভৃঙ্গী। আচ্ছা মা তুই যদি একান্ত কৈলাস ধামে না যাবি, কাজে কাজেই আমাদেরও এখানে থাকৃতে হবে। যাই জয়া বিজয়াকে আনিগে। আহা তাহাদের দুঃখ আর দেখ্‌তে পারিনা।

(প্রস্থান)।

বৃষভ। প্রভু! সকল তীর্থই আপনার আজ্ঞায় সত্বর এখানে এসে উপস্থিত হবে, কেবল গোদাবরীর আসা হবেনা।

হর। (ক্রোধে) কি সে স্ত্রীলোক হয়ে আমার আজ্ঞা অবহেলা করলে ?

বৃষভ। প্রভু! রাগ কর্‌বেন না, সে কহিল, যে অস্পৃশ্যা হয়েছে, সে কারণ তাহার আসা উচিত নয়।

হর। আচ্ছা আমি ধ্যান করিয়া দেখি, তাহার কথা প্রকৃত কি না? (ধ্যানকরণ) কি পাপীয়সি, আমার সহিত প্রতারণা? তুই যেমন নিজ মুখে অস্পৃশ্যা বলে প্রকাশ করিয়াছিস্ সে কারণ চিরদিনের জন্য অস্পৃশ্যা থাকিবি।

গঙ্গা, যমুনা, বৈতরণী, সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থ?

গঙ্গাদি। প্রভু! আপনার আদেশে দাসীরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন!

হর। তোমাদের আগমনে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা চিরকাল পবিত্র থাকিবে, তোমাদের বিন্দু বিন্দু অংশ এই

স্থানে থাকিবে; এই জলে যে কেহ ভক্তি পূর্ব্বক স্নান তর্পণাদি করিবে, তাহাদের সমস্ত পাপ মোচন হইবেক এবং তাহারা অন্তে শিবলোকে বাস করিবে। অদ্য হইতে এই জলাশয়ের নাম "বিন্দু-সরোবর" হইল।

গঙ্গা প্রভৃতি। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

গোদাবরী। হে দেব! আমি অবলা স্ত্রীলোক! আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, অতএব আমায় ক্ষমা করুন।

(স্তব) হে দেব! তুমি সকল দেবতার পূজনীয়, তোমায় নমস্কার। তুমি বিষপান করিয়া ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছ, তোমায় নমস্কার। তুমি স্ত্রী জাতির মান বাড়াইবার জন্য সুরধুনীকে মস্তকে ধারণ করিয়াছ, তোমায় নমস্কার। যদি আমার অপরাধ ক্ষমা না করেন, আপনার সম্মুখে আমার এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

হর। হে সুলোচনে! যখন আমি অভিশাপ দিয়াছি, তখন আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে; তবে যে সময় সিংহরাশিতে বৃহস্পতির সঞ্চার হইবে, কেবল সেই সময়ের জন্য তুমি পবিত্রা হইবে অর্থাৎ সে সময়ে তোমার সলিলে স্নান ও তর্পণাদি করিলে লোকে মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবেক।

গোদাবরী। হায় হায় আমি কি সর্ব্বনাশের কার্য্য করিয়াছি আমার তুল্য পাপীয়সী এ ত্রিভুবনে আর কেহ নাই।

গঙ্গা। সখি! চল আর ভাবিয়া কি করিবে? যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে; সমস্তই কপালের লিখন; নতুবা তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হইবে কেন? মদন উঁহার কোপানলে পুড়িয়াছিল, তাহা ত জান।

গোদাবরী। মদনের দশা যদি আমার হত; ভাল হত, তা হলে এ বিশ্বমণ্ডল হইতে আমার নাম লোপ পেত।

হর। গোদাবরি! আর কাতরা হইওনা; আমি বর দিতেছি, স্নানকালে যে ব্যক্তি অন্যান্য তীর্থদিগের সহিত তোমার নাম না লইবে তাহার শরীর পবিত্র হইবেক না।

উমা। হে দেব! যদি অভয় দেন, তাহা হইলে আমার আর একটি প্রার্থনা আছে, নিবেদন করি।

হর! প্রাণেশ্বরি! তোমার এমন কি প্রার্থনা আছে, যাহা প্রকাশ করিবার জন্য এত অনুনয় বিনয় করিতেছ? তোমাকে অদেয় আমার কি আছে?

উমা। নাথ! আমার ইচ্ছা এই স্থানটি যেন মহাতীর্থ রূপে পরিণত হয়, আপনি ভুবনেশ্বর রূপে চিরদিন এখানে থাকিবেন, আমি আপনার সেবা করিব।

হর। আর তুমি ভুবনেশ্বরী বা গোপালিকা রূপে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

-*:*-

রাজ সভা

রাজা। মন্ত্রিবর! গত রাত্রে আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, সে কথা মনে হলে এখনও গাত্র রোমাঞ্চিত হয়!

মন্ত্রী। মহারাজ! স্বপ্ন কেবল অমূলক চিন্তা মাত্র; দিবাভাগে আপনি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন ও নানা রকম দৃশ্য দেখেন, সে কারণ আপনি কোন প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।

রাজা। না মন্ত্রী! এ সামান্য স্বপ্ন নহে, যদি সামান্য হইবে তাহা হইলে আমি এত উতলা হইব কেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! কি প্রকার স্বপ্ন দেখেছেন প্রকাশ করিয়া বলুন, আমরা তাহা শ্রবণ করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়াছি।

বিদূষক। মন্ত্রী মহাশয়! মহারাজ যে কি স্বপ্ন দেখেছেন, তাহা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। রাজা রাজড়ারা আর কি স্বপ্ন দেখ্‌বেন্? যেন কোন বনে শিকার কর্‌তে গেছেন, সেখানে এক অপূর্ব্ব অভাবনীয় সুন্দরীকে দেখ্‌তে পেয়েছেন, মহারাজ তাহাকে ধরবার জন্য চেষ্টা কচ্ছেন, তিনি কিন্তু স'রে পড়েছেন।

রাজা। সখা! তোমার সকল কথাই রহস্যে পরিপূর্ণ, তোমার মনে চিন্তার লেশ মাত্র নাই, তাই তুমি সকলকেই সুখী মনে কর; কিন্তু এই পৃথিবী মধ্যে চিন্তাবিহীন ব্যক্তি কয়জন আছে বল দেখি?

বিদূষক। মহারাজ! আপনি যা বল্‌লেন তাহা যে একেবারে অসত্য, তা আমি বল্‌তে পারিনা; কারণ যদি ২।৩ দিন আমি সন্দেশ খাইতে না পাই, তা হলে আমার মনেও চিন্তার উদ্রেক হয় বটে।

রাজা। তোমার যদি পেট খালি থাকে, তবেই তোমার চিন্তার উদ্রেক হয়; নচেৎ তোমার আর ভাবনা কিসের?

বিদূষক। মহারাজ! ও কথা বল্‌বেন্ না, আমার কি শুদ্ধ ভাবনা হয়? ভাবনার সঙ্গে মহা ভয়ও আছে।

রাজা। সেকি তুমি আমার প্রিয় সখা তোমার আবার ভয় কি?

বিদূষক। মহারাজ! শুধু কি আমার ভয় করে, ভয়ে যে আমর প্রাণ ধড় ফড় করে, তখন আমি কিসে যে প্রাণ রক্ষা করবো চক্ষু বুজিয়ে ভাবি আর ভগবানের নাম করি।

রাজা। সখা! তুমি কাকে এত ভয় কর, আমায় প্রকাশ করে বল, আমি ভাল বুঝ্‌তে পারছি না।

বিদূষক। তা মহারাজ! আপনারা এ সব কথা সহজে বুঝ্‌তে পারবেন কেন? ও সব কথা গরীব লোকেরা সহজে বুঝ্‌তে পারে। সে কথা আর কি বল্‌বো, তা না বল্‌লে ত আপনারা ছাড়্‌বেন না, তবে

বলি,—যখন ব্রাহ্মণী নথ নাড়া দিয়ে ঝঙ্কার করে উঠেন, তখন মহারাজ! আমাতে কি আর আমি থাকি? বাপ্‌রে সে যেন উগ্রচণ্ডীর মূর্ত্তী ধরে আমাকে সংহার কর্‌তে আসে তখনই আমার চিন্তা ও মহা ভয় হয়।

রাজা। তা সখা! তুমি বলে এত দিন বেঁচে আছ, আমাদের উপর যদি ও রকম অত্যাচার হ'ত. তাহা হ'লে আমরা এর মধ্যে অনেকবার মর্‌তাম; এখন ও সব কথা থাক্; স্বপ্নের কথা মনে হলে, এখনও আমার মন প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে।

বিদূষক। তা মহারাজ! কি স্বপ্ন দেখেছেন্ বলেই ফেলুন না? এই বলি এই বলি করে আমাদিগকে আর কষ্ট দিচ্ছেন কেন? দেখুন দেখি মন্ত্রী মহাশয় স্বপ্ন শোন্‌বার জন্যই হউক্ আর খাইবার জন্যই হউক্ কেমন হাঁ করে আপনার দিকে চেয়ে রয়েছেন।

মন্ত্রী। বিদূষক! সকল সময়ই কি পরিহাসের সময়? দেখ্‌চেন্ না মহারাজ স্বপ্ন দেখে পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যস্ত হয়েছেন? তাঁহার মনের স্থিরতা নাই, স্বপ্নের আগা গোড়া শোন পরে যা বল্‌তে হয় বল।

রাজা। মন্ত্রিবর! গতরাত্রে শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে আমার মনে নানা রকমের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু একটি বিষয় ক্ষণমাত্র উদয় হইয়া তৎক্ষণাৎ লোপ পাইতে লাগিল ইহার কারণ আমি কিছুতেই স্থির করিতে পারি নাই, অনেকক্ষণ পরে আমার তন্দ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম যেন আমি এক নিবিড় অরণ্যে মধ্যে অতি কষ্টে ভ্রমণ করিতেছি, আমার গাত্রে বৃক্ষের কণ্টক বিদ্ধ হইতেছিল, এমন সময় সম্মুখে এক শ্বেতবর্ণ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, তাঁহার জ্যোতিতে আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল, তখন সেই মূর্ত্তি আমাকে অভয় দান দিয়া কহিল, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি চক্ষু উন্মীলন কর, আমার

দেখিতে পাইবে; তাঁহার কথা মত যেমন আমি চক্ষু উন্মীলন করিলাম, অমনি দেখিলাম মস্তকে জটাজুট, তাহার উপর ফণী, পরিধানে ব্যাঘ্র চর্ম্ম, গলে হাড়ের মালা। মূর্ত্তি দেখিয়া আমি তাঁহার চরণতলে পড়িলাম; তিনি কহিলেন, যযাতি! তোমার রাজ্যের দক্ষিণ দিকে কণ্টক পরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে থাকিয়া আমি বড়ই কষ্ট পাইতেছি, সেই স্থান পরিষ্কার করাইয়া আমার থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দাও; আমাদের আর কণ্টক যন্ত্রণা সহ্য হয় না। আমি "যথা আজ্ঞা" বলিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলাম যে, কেহ কোথাও নাই; আমি আমার শয্যায় পড়িয়া আছি।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ স্বপ্ন যে অদ্ভুত ও অভাবনীয়, তাহার আর সন্দেহ নাই; ইহা দেবদেব মহাদেবের আদেশ; কিন্তু তিনি কোন্ স্থানে আছেন, অন্বেষণ করিয়া বাহির করা বড় কঠিন।

বিদূষক। মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনলেন্ ত উনি মনে করেছিলেন রাজা রাজড়ারা যে সে স্বপ্ন দেখেন। বাবা, বসে বসে কেবল ঘাড় আর পাকা দাড়ি নেড়ে মোটা মহিনা খেয়ে আসচেন, যদি ভূতনাথ কোথায় আছেন খুঁজে বার করতে না পারেন, তা'হলে ত এ চাকরি থেকে তাড়াব; তা ছাড়া যা কিছু সম্পত্তি করে নিয়েছেন, তাহার মধ্যে কিছু না কিছু আমার হাতে পড়বেই পড়বে, তা থেকে দু এক খানা এবার করে নেবো।

রাজা। সখা! তুমি পাগল হলে নাকি? বাবা কোথায় আছেন, সেই স্থান ঠিক করবার জন্য আমরা ভাবচি, আর তুমি পাগলের মত যা তা বকচ। আচ্ছা, তোমার উপর ঐ স্থান বাহির করিবার ভার দেওয়া গেল; যদি খুঁজে বাহির করতে পার, তা হলে তোমার ব্রাহ্মণীর গা ভরা গহনা দেব এবং ৩৪টী নথ তৈয়ার করাইয়া দিব।

বিদূষক। (স্বগত) বাবা পরের মন্দ কর্‌তে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়। (প্রকাশ্যে) তা মহারাজ, আমার উপর যখন আপনি ভার দিতেছেন, তখন আমি আর না বল্‌তে পারি না; তবে ৪।৫ দিন আমি কোথাও যেতে পার্‌ব না; আমার পেট্‌টা একটু খারাপ হয়েছে তা মন্ত্রীমহাশয় আমাদের খুব বিচক্ষণ, উনি ইচ্ছা কর্‌লে এর উপায় করে দিতে পারবেন্। আমি ত উপস্থিত আছি মহারাজ—

রাজা। মন্ত্রী! তুমী পাগলা ব্রাহ্মণের কথায় দুঃখিত হইও না; এক্ষণে কি উপায়ে আমরা সেই স্থান অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারিব, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, এখান হইতে দক্ষিণ দিকে দেবদেব শূলপাণি আছেন; তিনি জলাভূমিতে কদাচ বাস করেন্ না, হয় শ্মশানে, না হয় জঙ্গলময় পর্ব্বতে আছেন। এস্থান হইতে সামান্য দূর দক্ষিণ দিকে যাইতে হইলে, অনেক নদনদী পার হইয়া ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হইবেক। এখন শীতকাল এ সময় এ স্থান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। জঙ্গল কাটাইয়া নদী পার হইয়া যাহাতে শীঘ্র দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিব।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুবর্ণকোট পর্ব্বতের নিম্নে বিন্দুসাগর।

১ম সৈন্য। বাপরে এমন কষ্ট জীবনে কখনও ভোগ করি নাই, মর্‌তে মর্‌তে যে কতবার বেঁচে গেলাম তা বলা যায় না; আমার ইস্তিরির কপালে সিঁদুর দেখ্‌চি অনেক দিন থাক্‌বে; কেননা, কখন বা বাঘ

ভালুকের সাম্‌নে কখন বা কুমীরের পেটের ভিতর গিয়েছিলুম আর কি।

২য় সৈন্য। তুই ত ভাই যাহক বে'টে করে অনেকবার আমোদ আহ্লাদ করে নিয়েচিস্; আমার দেখ্‌চি এ জীবনে আর বে করা হল না কারণ, এই মাঘ মাসে বে হয় হয় অমনি কিনা মন্ত্রী মহাশয়ের হুকুম হলো তিন দিনের মধ্যে বেরুতে হবে। বাবা এবার যদি বেঁচে ফিরে যাই, তা হলে দেশে গিয়েই বিয়ে করে ফেল্‌ব আর আমার প্রেয়সীকে সঙ্গে করে নিয়ে অন্য রাজার দেশে গিয়ে বাস করব।

৩য় সৈন্য। ভাই তুই যা বল্লি এমন আর কেউ বলে না; আমি এত বড় হলুম কিন্তু কাহার কাছে এমন কথা শুনি নাই। এ রাজা বড় ধার্ম্মিক, এর আমলে যুদ্ধ নাই মারামারি নাই, আমরা যেন সকলে বসে বসে রাজার বড় ঠাকুরদাদার মত সেবা খাচ্চি। সবেমাত্র জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সামান্য দূর এসেছি, আমাদের জঙ্গল কেটে কষ্টও করতে হয় নাই কেবল রাঁধ বাড় আর খাও এইত কাজ। তুই যে বল্লি, অন্য রাজার রাজত্বে তোর গিন্নিকে নিয়ে গিয়ে সুখে ঘরকন্না করবি, আচ্ছ' মনে কর, ঘরকন্না করচিস্ এমন সময়ে, ঐ রাজার দেশ অন্য রাজা এসে আক্রমণ করলো; তখন কি কর্‌বি? কিম্বা যদি রাজার হুকুম হয় অমুক জায়গায় যুদ্ধ কর্‌তে যেতে হবে, তখন কি কর্‌বি?

২য় সৈন্য। ওরে ভাই আমায় মাপ কর, আমি অত তলিয়ে বুঝিনে; যা মনে এল তাই বলে ফেল্‌লুম। যার সঙ্গে আমার বে হবে তার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আমার ভাব; আমরা এক সঙ্গে খেলা করেছিলুম। ভাই তোদের পায়ে পড়ি এ সব কথা যেন কাহারও কাছে বলিস্ নি।

১ম সৈন্য। না ভাই আমরা কাহারও কাছে এ সব কথা বল্‌ব না।

আপনা আপনি ঘরের কথা হচ্চে, এ সব কথা কি অপরের কাছে বলা যায় ?

২য় সৈন্য। চুপ কর ভাই, সেনাপতি মহাশয় এদিকে আসচেন।

সেনাপতি। তোমরা সাবধান হইয়া পাহারা দাও, এখানে বড় বাঘ ও ভল্লুকের উপদ্রব; যাহার নিকট হইতে একটি গাভী বা অশ্ব যাইবেক তাহার প্রাণদণ্ড করিব।

সৈন্যগণ। যে আজ্ঞা সেনাপতি মহাশয়।

রাজা। প্রায় বৎসরাবধি নদনদী পার হয়ে জঙ্গল কেটে এই সমস্ত সৈন্য সামন্ত বড়ই কষ্ট পাইতেছে; আহা তাহারা তাহার আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করে, আমার জন্যই না জানি কতই যাতনা সহ্য করিতেছে; কিন্তু কৈ আমার স্বপ্নের দেবতার দর্শন পাইলাম না। আমার আর এ ছার জীবন রক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি কাতর হবেন না, আপনার যেরূপ দয়ার শরীর ত্রিশূলী শীঘ্র আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যে ব্যক্তি নিজের কষ্টের জন্য কাতর না হইয়া, ভৃত্যাদিগের সামান্য ক্লেশ হইলে হৃদয়ে দারুণ কষ্ট অনুভব করেন, তাঁহাকে যদি শঙ্কর দেখা না দেন, তবে তাঁহার দয়াময় নামে যে কলঙ্ক হইবে। মহারাজ! আমার বোধ হয় আমাদের অভীষ্ট স্থানে আসিয়া পহুঁছিয়াছি। এস্থান যদিও হিংস্র জন্তু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি আমার হৃদয় যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

রাজা। মন্ত্রিবর! কেন তুমি আর আমায় বৃথা প্রবোধ দিতেছ? আমি পঙ্গু হইয়া সাগর পার হইবার চেষ্টা করিতেছি, বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শ করিতে উদ্যোগ করিতেছি। যেমন মৃগেরা পিপাসায় কাতর হইয়া দূরে মরুভূমি দর্শনে জলাশয় মনে করিয়া বারি পানের আশায় সেই

স্থানে ছুটিয়া যায় এবং অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আমার চেষ্টাও সেইরূপ হইবেক দেখিতেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি জ্ঞানবান, আপনি যদি ঐরূপ কাতর হন, তাহা হলে আমাদের উপায় কি হইবে? আমাদের এত চেষ্টা ও পরিশ্রম কি সমস্তই বৃথা হইবে? এই বৃহৎ জলাশয় দেখে বোধ হচ্চে, আমাদের স্বপনের দেবতা নিকটেই আছেন।

রাজা। মন্ত্রী! আমার শরীর অবশ হয়ে আসায় আর আমি ভ্রমণ করিতে পারি না; আমি এখানে বসে বিশ্রাম করি এবং দেবদেব আশুতোষের আরাধনা করি; যদি তিনি এ অধমকে দর্শন দেন উত্তম—নতুবা এ ছার জীবন এখানেই পরিত্যাগ করিব।

হে অনাথনাথ তোমায় নমস্কার।
হে বিশ্বনাথ হে শম্ভু তোমায় নমস্কার।
হে অনাদি পুরুষ তোমায় নমস্কার।
হে দয়াময় তোমায় নমস্কার।
হে কৃপানিদান তোমায় নমস্কার।
হে প্রভু আমার প্রতি সদয় হয়ে দর্শন দিন।

হর। হে ভক্ত তোমার প্রতি আমার দয়া চিরকাল আছে, নতুবা স্বপ্নে তোমায় দেখা দিব কিজন্য? তুমি আমার জন্য দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া এস্থানে আসিয়াছ; অতএব আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

রাজা। দয়াময়! যদি ভক্তের প্রতি তোমার এরূপ কৃপা না হবে, তবে লোকে তোমায় দয়াময় বলে ডাকবে কেন? প্রভু যদি বর চাহিবার জন্য আদেশ করিলেন, তখন আমায় এই বর দিন যেন চিরদিন আপনার সেবা পূজা করিতে পারি।

হর। ভক্ত রে! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি এই অরণ্য কাটিয়া

মহানগরীতে পরিণত কর; আর আমার ও পার্ব্বতীর জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাও; আমার বরে কোন কার্য্যে তোমার বিঘ্ন ঘটিবেক না।

রাজা। হে আশুতোষ! যদি আপনি সদয় হইয়া আমায় দর্শন দিলেন এবং আদেশ করিলেন, আপনার ও মা ভবানীর জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে; কিন্তু কৈ মার ত দর্শন পাইলাম না; তিনি কি এ অধম সন্তানকে দেখা দিবেন না? পাষাণীর মেয়ে বলে কি তিনিও কি পাষাণী হবেন? মা ত আমার দয়াময়ী; তিনি কি আমার প্রতি সদয় হবেন না? মাগো তোমার কি এ হতভাগ্য সন্তানের উপর দয়া হবে না? আমি তোমার কাছে যতই কেন দোষ করি না, কিন্তু মা হয়ে ছেলের উপর বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে পারবে না; যদি দয়া করে দেখা না দেন, তবে আজ থেকে তোমার দয়াময়ী নাম এ ভবধাম হইতে লোপ পাইবে।

উমা। ভক্তরে, তোমায় দেখা না দিয়ে আমি কি থাকতে পারি? যে একবার আমায় ভক্তিভরে মা বলে ডাকে, তাকে আমি তখনই কোলে করে লই। ভক্তের, প্রাণে সামান্য কষ্ট হলে আমার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হয়।

রাজা। কেও পাষাণীর মেয়ে পাষাণি! তুমি এসেছ? কেন এলি মা? তোর সন্তান মা মা বলে মরে যাবার পর এসে তারে কোলে করে নিলিনি কেন? মা হয়ে সন্তানকে কি এত কষ্ট দিতে হয়? যখন এসেছ তখন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। মা! বাবার আদেশ হয়েছে যে, তিনি এখানে থাকবেন; তুমি এখানে থাকবে কিনা বল? কারণ তোমাকে বিশ্বাস নাই; তুমি কখন উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরে দৈত্যবংশ ধ্বংশ করতে যাবে; কখন বা অন্য কোন ভক্তের প্রেমে পড়ে আমায় ত্যাগ করবে; এমন কি তুমি বাবাকেও ত্যাগ করে যেতে পার।

উমা! না যযাতি, তোর প্রেমে আমরা বাঁধা পড়েছি তোর ভক্তির সীমা নাই। এই যে জলাশয় দেখিতেছিস, কৃত্তি ও বাস নামক রাক্ষস দ্বয়কে দমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ইহার বারি আমি পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই জলাশয়ে সমস্ত তীর্থের বিন্দু বিন্দু জল আছে। যে এ জলে স্নান ও তর্পণাদি করিবে তাহার সকল পাপ মোচন হইবেক, অন্তে শিবলোকে বাস করিবে। এই স্থানে ত্রিশূলী ভুবনেশ্বর রূপে ও আমি ভুবনেশ্বরী বা গোপালিকা রূপে বিরাজমান করিব। আমাদের বরে তুমি ও তোমার বংশধরেরা এরূপ সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিবে যে ত্রিভুবনে তাহার সদৃশ মন্দির আর দেখিতে পাওয়া যাইবেক না।

উভয়ের অন্তর্ধান।

রাজা। মন্ত্রিবর! আমাদের মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হল। ত্রিশূলীর ও মার আদেশ হইয়াছে যে ত্বরায় এ সমস্ত অরণ্য কাটিয়া নগররূপে পরিণত করা এবং মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বাবা ও মাকে স্থাপিত করা। তোমায় আর অধিক কি বলিব, যাহাতে সমস্ত কার্য্য শীঘ্র সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার আয়োজন কর।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ উদ্যান।

গীত।

রাণী। সহচরি! প্রায় এক বৎসর গত হইল প্রাণনাথ ত ফিরে এলেন না; বোধ হয় তিনি আর কোন রমণীর প্রেম ডোরে বাঁধা পড়ে আমায় ভুলে গেছেন!

প্রমদা। সখি! মহারাজ কি তোমায় ভুলে অন্য কোন রমণীর প্রেমে বাঁধা পড়তে পারেন? তুমি তাঁকে যেরূপ ভালবাস, তিনি কখন তোমায় ভুলে থাকতে পারবেন না; তবে বোধ হয়, তাঁহার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই; তাই তিনি আজও ফিরে আসতে পারেন নাই।

রাণী। সহচরি! তুমি যা বল্‌লে তা হতে পারে কিন্তু তাঁহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। তোমরা ফুলের মালা গেঁথে আমার গলায় দিয়েছ, ফুলের মালা অতি কোমল, কিন্তু আমার পক্ষে যেন বজ্র বলে বোধ হচ্চে। কোকিলের কুহুরবে লোকের মনপ্রাণ শীতল করে, কিন্তু আমার কর্ণে যেন অগ্নি বর্ষণ কর্‌ছে।

কিরণ। প্রাণ সঙ্গিনি! অত উতলা হয়োনা; তোমার কষ্ট দেখ্‌লে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্যই এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করা। হায় সখি, আমার যন্ত্রণা স্ত্রী জাতির দেখেও কি তুমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছনা? যে অবধি প্রাণনাথ আসি বলে চলে গেছেন, সে অবধি আমাতে কি আর আমি আছি? প্রতি রাত্রে স্বপ্নে দেখি যেন হৃদয়েশ্বর আমায় আলিঙ্গন করে বল্‌চেন প্রিয়ে আমি এসেছি, আর কখন তোমায় ছেড়ে যাবনা; কিন্তু নিদ্রা যখন ভেঙ্গে যায় আমার সকল আশা ভরসা ফুরায়ে যায়। সখি! আমার স্বপ্ন কি সত্য হবে না?

প্রমদা। কিরণ! তুই কচ্ছিস কি? তোর সখীকে নানা কথা বলে প্রবোধ দিবি, তা না করে তুই যে নিবন্ত আগুন জ্বেলে দিচ্চিস। আহা তোর মত দুখিনী এ জগতে আর কেহ আছে কি না সন্দেহ; কারণ যে তোকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসত সে কি না আসি বলে আজ ৪ বৎসর হল তোকে কাঁদাচ্ছে। ভাই আর কেঁদে কি করবি, আমার বোধ হয় তোর স্বপ্নের কথা শীঘ্র সত্তি হবে।

রাণী। কিরণ! মহারাজ এক বৎসর মাত্র আমায় ছেড়ে গেছেন তাইতে আমি তাঁকে না দেখ্‌তে পেয়ে পাগলিনীর ন্যায় হয়েছি, কিন্তু বল দেখি আমাদের প্রমদা কি যন্ত্রণা ভোগ করচে। বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যে কি তা যে ভোগ করেছে সেই জেনেছে সে কেমন, যেমন—"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে"।

প্রমদা। তোমরা আমার জন্য বড় কাতরা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু কি করব ভাই অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই; বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে।

রাণী। আচ্ছা প্রমদা! তোর নাগরের বিদেশে যাবার তো কোন দরকার দেখিনা, তবে তিনি চলে গেলেন কি বলে? তুই বা ছেড়ে দিলি কি করে?

প্রমদা। সখি! হৃৎ-পিঞ্জর হ'তে সাধ করে কি আমার পোষা পাখীকে ছেড়ে দিয়েছি? পাখী খুব পোষ মেনেছিল বটে, কিন্তু কেন যে তাহার মন চঞ্চল হল তা সেই যানে; আমার বোধ হয় আমার পাখীকে কেহ ধরে রেখেছে, ধরে না রাখ্‌লে পাখী এত দিনে পিঞ্জরের ভিতর এসে প্রবেশ করত।

কিরণ। এই দুঃখের সময় আমার হাসি এল; কারণ ওর নাগর বিদেশে চলে গেলেন; কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, ওকে কিছু বলে গেলেন না; আর যেই বিদেশে যাওয়া আর অমনি আর এক জনকে ভাল-বাসা; আর তার প্রেমে বাঁধা পড়ে হাবুডুবু খাচ্চেন।

রাণী। কিরণ! এ সময় তোমার প্রমদাকে ঠাট্টা করা উচিত নয়; একে ও নিজের জ্বালায় পুড়ে মচ্চে, তাহার উপর আমার জন্য কাতর; তুমি কাটা ঘায়ে যে নুনের ছিটা দিচ্চ। আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে

তাহা ত হবেই; তোর মতন এ পৃথিবীতে সুখী রমণী কত জন আছে? ওসব কথা এখন থাক, তোরা গান গা।

কিরণ। গীত।

রাণী। গীত।

প্রমদা। সখি! আর বাগানে বসে কেঁদে কি হবে, চল এখন বাড়ী যাই; চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। এই যে রাত্রি আস্‌চে, এ কেবল বিরহিণীর প্রাণে বেদনা দিবার জন্য। হায় নাথ, তোমার মনে কি এই ছিল?

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুবর্ণকোট পর্ব্বত।

নন্দী। ভাই ভৃঙ্গি! গত রাত্রে আমি বড় একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেচি। স্বপ্ন দেখে অবধি আমার গা যেন ছম্ ছম্ করচে, আর প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে।

ভৃঙ্গী। দাদা! কি স্বপ্ন দেখেছ বলনা। স্বপ্ন কখন সত্য হয় না, কারণ বোধ হয় গাঁজার নেশাটা কিছু বেশী হয়েছিল; তাই নানা রকম স্বপ্ন দেখেছ। আমার গাটাও যেন কেমন মাটি মাটি করচে।

নন্দী। ভাইরে! এ যে সে স্বপ্ন নয়, হায় আমাদের কি ভোলা মন, আমাদের বাবা ভোলানাথ ব'লে কি আমরা সব কথা ভুলে যাই, কারণ যখন কৈলাস ধাম থেকে বাবা ও মাকে খুঁজতে বাহির হই, তখন জয়া বিজয়া আমাদের কাছে কেঁদেকেটে বলেছিল, দেখো তোমরা

যেন মা ও বাবাকে পেয়ে আমাদিগকে ভুলে থেকনা; তখন আমরা তাহাদিগকে বুঝিয়ে বলে এসেছিলুম, জয়া বিজয়া তোরা আমাদের প্রাণের ছোট বোন; যেই বাবা ও মাকে দেখ্‌তে পাব, হয় তাঁহাদিগকে সঙ্গে নিয়ে আসব, না হয় তোমাদিগকে এসে নিয়ে যাব; কিন্তু ভাই আমরা ত তার কিছুই করি নাই।

ভৃঙ্গী। দাদা যা বল্লে তা সত্য; আমাদের ন্যায় নির্দ্দয় আর কেহ নাই। আহা বাবা ও মা চলে আসবার পর আমাদিগকে লয়ে এক রকমে দিন কাটাচ্ছিল; কিন্তু আমরা আসা অবধি তাহাদের যে কি হল আমরা এক বারও ভাবি নাই। দাদা, কি স্বপ্ন দেখেছ বলনা, তোমার কথা শুনে আমার মন যে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে।

নন্দী। ভৃঙ্গিরে! স্বপ্নে দেখেছি যেন আমাদের জয়া বিজয়া শয্যাশায়িনী হ'য়ে 'দাদা দাদা' ব'লে ডাকৃছে, জয়া বিছানা থেকে উঠ্‌তে পারছে না।

ভৃঙ্গী। ও দাদা, বল্‌চ কি আমাদের জয়া বিজয়ার এমন দশা হয়েছে? চল আমরা গিয়ে তাহাদিগকে এখানে আনি, আমি আর দেরি কর্‌তে পারবো না।

নন্দী। আমার ইচ্ছাও তাই; কিন্তু মা ও বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক; কারণ তাঁহাদিগকে বলে না গেলে তাঁরা আমাদের উপর রাগ কর্‌বেন।

হর। নন্দী ভৃঙ্গী! তোমরা বিরস বদনে কি ভাবছ? তোমাদের দেখে বোধ হচ্ছে তোমরা যেন কি ভয়ানক বিপদে পড়েছ। তোমরা আমার ভক্ত, তোমাদের আবার বিপদ কিসের?

ভৃঙ্গী। বাবাগো! আমরা ভয়ানক পাপী এবং নিষ্ঠুর; কারণ যখন আমরা তোমাকে ও মাকে খুঁজতে বাহির হই, সেই সময় জয়া ও বিজয়া

কেঁদে কেটে আমাদিগকে অনেক করে বলেছিল, দেখ দাদারা! মা ও বাবা আমাদিগকে ভুলে কোন স্থানে আছেন; তোমরা যেন তাঁহাদিগকে পেয়ে আমাদিগকে ভুলে থেকোনা; তাঁহাদের দেখা পেলেই তোমরা এসে আমাদিগকে নিয়ে যেও। আমরা তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়ে বলে এসেছিলাম, জয়া বিজয়া এও কি হতে পারে তোমাদিগকে ভুলে আমরা থাক্‌বো? কিন্তু বাবা তোমার কাছে এসে আমরা তাহাদের কথা ভুলে গেছি; যদি তোমরা অনুমতি দেও, তাহা হইলে তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করি।

উমা। ভৃঙ্গি রে! আমিও নিজের কাজে ব্যস্ত থেকে আমার প্রাণের প্রাণ জয়া বিজয়াকে ভুলে আছি। আহা বাছারা যে আমা বই আর কাহাকে জানে না; তাহারা আমার কত সেবা শুশ্রূষা করেছে, যাও বাছা আর বিলম্ব করোনা, সত্বর তাহাদিগকে আমার কাছে নিয়ে এস।

নন্দী। মা! তারা এখনও বেচে আছে কিনা সন্দেহ; কারণ গত রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন জয়া বিজয়া রুগ্ন শয্যায় শায়িতা হ'য়ে কেবল বাবা, মা, নন্দী ও ভৃঙ্গী দাদা বলে কাতর স্বরে ডাক্‌চে।

উমা। নন্দীরে, কি সর্ব্বনাশের কথা শুনালি, তবে কি আমার জয়া বিজয়া নাই? আর কি আমি তাদের চাঁদমুখ দেখতে পাব না? লোকে আমাকে দয়াময়ী ব'লে ডাকে; এত দিন পরে সে নাম লোপ হল, এখন থেকে লোকে আমায় নির্দ্দয়া বলে ডাক্‌বে। নন্দী ভৃঙ্গী তোরা এখনই কৈলাস ধামে যা, গিয়ে আমার জয়া বিজয়াকে সঙ্গে করে আন; ওরে তাদের জন্য প্রাণ আমার কেঁদে কেঁদে উঠছে।

নন্দী। মা তবে আমরা চল্লেম।

(প্রস্থান)

হর। প্রিয়ে! লোকে যে তোমাকে দয়াময়ী ব'লে কেন ডাকে, তা আমি

বল্‌তে পারি না; কারণ যে নিজের মেয়েদের উপর এমন নির্দ্দয় ব্যব-হার কর্‌তে পারে, তার অসাধ্য আর কিছুই নাই। তুমি পাষাণীর মেয়ে তোমাকে দয়াময়ী নাম না দিয়া যদি পাষাণী ব'লে লোকে তোমার নাম দিত, তা হ'লে ঠিক হ'ত।

উমা। নাথ, এ সময় আপনার আমাকে ঐরূপ বিদ্রূপ করা শোভা পায় না; একে জয়া বিজয়ার জন্য আমার প্রাণ বড়ই কাতরা হয়েছে, যত-ক্ষণ না তাহাদিগকে পাই ততক্ষণ আমার কিছুই ভাল লাগচে না। আচ্ছা আমি যেন পাষাণীর মেয়ে ব'লে পাষাণী; আপনি ত দয়াময় হ'য়ে আমার জয়া বিজয়ার উপর একটু দয়া প্রকাশ কর্‌তে পারলেন না।

হর। হৃদয়েশ্বরি! লোকে আমায় ভোলা মহেশ্বর বলে তা'ত তুমি জান; কাজেকাজেই আমি নানা কাযে ব্যস্ত থেকে জয়া বিজয়ার কথা ভুলে গিয়াছিলাম।

উমা। তা ভুলবে বৈকি; কৈ ভাঙ্গ ধুতরার কথা ত ভোল না; বা আমাকে কোথায় রেখে ভুলে থাক্‌তে পার না। বৎসরের মধ্যে কোথা তিন দিনের জন্য বাপের বাড়ী যাই, তা তেরাত্রি পোয়াতে না পোয়াতে তুমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হও; কৈ তার বেলা ত ভোলা মহেশ্বর হয়ে থাক্‌তে পার না?

হর। আর আমাকে বাক্য যন্ত্রণা দিতে হবে না; ঐ নন্দী ভৃঙ্গী তোমার জয়া বিজয়াকে নিয়ে আস্‌ছে।

উমা। কৈ কৈ আমার প্রাণের জয়া বিজয়া কৈ?

(নন্দী ভৃঙ্গীর সহিত জয়া বিজয়ার প্রবেশ)

জয়া। মাগো এই রকম ক'রে কি আমাদিগকে ভুলে থাক্‌তে হয়? তুমি না আমাদের দয়াময়ী মা? মা এই কি তোমার সন্তানের প্রতি দয়া?

তোমাকে যে দয়াময়ী নাম কে দিয়েছিল, তা বলতে পারি না ; তুমি পাষাণীর মেয়ে তোমাকে পাষাণী বলে ডাকাই উচিত। কারণ যার সন্তানের উপর স্নেহ মায়া নাই তাঁহার দয়া কখন কাহার উপর হতে পারে না।

উমা। জয়া ! আমায় আর লজ্জা দিও না। আমাকে পাষাণী বলে সকলের ডাকাই উচিত, কারণ তোমাদের উপর আমি পাষাণীর ন্যায় ব্যবহার করেছি।

বিজয়া। জয়া দিদি ! ও সব কথা কি মাকে বল্‌তে আছে ? দেখ্‌ছনা মা আমাদের জন্য কতই কাতরা হয়েছেন। আমরা যে মা ও বাবাকে আবার পেয়েছি এই ঢের ; আমাদের পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ব'লে মনে করি ; আমরা আর কখন বাবা ও মাকে ছাড়ব না।

উমা। জয়া বিজয়া ! আর কখন আমি তোমাদিগকে ছেড়ে কোথাও যাব না ; যদি কখন কোথাও যাই, তোমাদিগকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

বিজয়া। দেখ মা ! তোমার কথা যেন মিথ্যা না হয়।

দ্বিতীয়-দৃশ্য।

রাজসভা।

মন্ত্রী। মহারাজ ! মন্দির ত নির্ম্মিত হল ; এক্ষণে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক দেবদেব মহাদেবের পূজার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

রাজা। হাঁ মন্ত্রী, দেবদেব ত্রিশূলীর অনুগ্রহে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল ; আচ্ছা মন্দির প্রতিষ্ঠা যাহাতে সত্বর করা যাইতে পারে তাহার আয়োজন কর।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার একটি প্রার্থনা আছে; যদি অনুমতি হয়, তবে নিবেদন করি।

রাজা। মন্ত্রিবর! তোমার এমন কি প্রার্থনা আছে যাহার জন্য তুমি এত অনুনয় বিনয় করে বল্‌ছ।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু রাণী মা না হলে মন্দির প্রতিষ্ঠা কি করে হয়? কারণ শাস্ত্রে আছে সস্ত্রীক ভিন্ন কোন শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

রাজা। মন্ত্রিবর! তা খোলসা করে বলিলেইত হয়, যে এখানে ঘর সংসার পেড়ে বসুন; যখন মন্দির নির্ম্মাণ করান হয়েছে, তখন এখানেই যে চিরদিন বাস করব, তা স্থির করেছি। রাণী প্রভৃতিকে জাজপুর হইতে এখানে আনিবার যেন বিলম্ব না হয়; কারণ পথ বড় দুর্গম।

বিদূষক। আর মহারাজের বিলম্ব সহ্য হয় না; যেই রাণীমার কথা উঠ্‌ল অমনি শীঘ্র নিয়ে এস। রাজারাজড়ার হুকুম শীঘ্র তামিল হবে; কিন্তু মহারাজ গরিব ব্রাহ্মণের উপর যেন একটু কৃপা হয়।

রাজা। হাঁ সখা! তোমার ব্রাহ্মণীকেও আনাচ্চি, কিন্তু তোমার ব্রাহ্মণী যদি এখানে না আসতে চায়, তাহা হলে কি হবে?

বিদূষক। তাইত বটে, যদি বলে "আমি অতদূর যাবনা, আমার ঘর সংসার কার কাছে রেখে যাব। রাজার অনেক লোক জন আছে তাহারা রাজবাটী পাহারা দেবে"। মহারাজ! আমার উপায় তবে কি হবে বলে দিন; তা নাহলে রাণীমাকে আনবার জন্য যে লোক যাবে আমি তার সঙ্গে যাব; আমি না গেলে বোধ হয় ব্রাহ্মণী আসবেনা।

রাজা। সখা! তুমি অত উতলা হয়োনা। তোমার ব্রাহ্মণী যাহাতে নিশ্চয়

আইসেন, তাহার উপায় আমি করিব ; তুমি যে ব্রাহ্মণীকে দেখতে না পেয়ে বিশেষ কষ্ট পাচ্চ, তাহা আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি।

বিদূষক। তা মহারাজ! যদি গরিব ব্রাহ্মণের অবস্থা না বুঝবেন ত বুঝবে কে ? যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন ; আমি আপনাকে আর অধিক কি বলব। আচ্ছা মহারাজ, আমি একটা কথা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা করব করব মনে করে করি নাই—সে কথা জিজ্ঞাসা করব কি না তাই ভাবছি।

রাজা। সখা! কি কথা জিজ্ঞাসা করবে;মনে করেছিলে বলেই ফেলনা ; আর গোপন রাখবার বা আবশ্যক কি ?

বিদূষক। এই যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করান হবে, যখন মহারাজের হুকুম হয়েছে, তখন ত ইহা হবেই তার অন্যথা হবে না জানতে পাচ্চি ; তবে ব্রাহ্মণ ভোজনের কিরূপ বন্দোবস্ত করা হবে, আর কতমণ বা সন্দেশ খরচ করা হবে তার কিছু বুঝতে পাচ্চি না।

মন্ত্রী। ঠাকুর! তা এখনও আপনি বুঝতে পারেন নাই ? আচ্ছা আপনাকে বুঝিয়ে তবে বলি ; যখন এত টাকা খরচ করে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করান হয়েছে, আরও টাকা খরচ করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করান হবে, তখন ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাপার কিছু কম হবে না। আর সন্দেশ কত মণের কথা কি বল্‌ছেন সন্দেশের পাহাড় পর্ব্বত হবে। ঠাকুর আপনাকে একটি কঠোর ভার নিতে হবে, সে ভার আমি নিজে পারবনা ; কারণ আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকব। আপনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন আর যত পারেন সন্দেশ বিলাইবেন।

বিদূষক। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার জয় জয়কার হউক ; ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক। মহারাজের যাহা কিছু উন্নতি, তা এই মন্ত্রী মহাশয়ের জন্য ; এমন বুদ্ধিমান ও বিবেচক মন্ত্রী আর কোন রাজার আছে আমার

বোধ হয় না। মন্ত্রী মহাশয়! ব্রাহ্মণ ভোজন করানর ভার লওয়া বড় সহজ নয়; বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়, তবে আপনি যখন আমায় ধরেছেন, তখন কি আপনার কথা ঠেল্‌তে পারি? কাজে কাজেই ও ভার আমি লইলাম।

রাজা। সখা! ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ও সন্দেশ বিলাইবার ভার ত নিলে, যদি ভাল করে কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে পার তাহলে নিশ্চয় জানিও তোমার ব্রাহ্মণীর ২।৪ খানা গহনা হবে!

বিদূষক। সে মহারাজের অনুগ্রহ—সে মহারাজের অনুগ্রহ। (স্বগত) ব্রাহ্মণী যে শীঘ্র এলে হয় গহনার কথা বলে হাঁপ ছাড়ি। আহা ২।৪ খানা গহনা ব্রাহ্মণী পেলে আমার উপর না জানি কত খুসী হবে।

দূত। মহারাজ! কি জন্য এ দাসকে তলব করেছেন? এ দাস উপস্থিত কি আজ্ঞা হয়।

মন্ত্রী। তুমি যত শীঘ্র পার রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে মহারাজের অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইবে যে মহারাজ এখানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; উহা প্রতিষ্ঠা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; সুতরাং রাণীমার এখানে আসিবার আবশ্যক, তিনি যেন মহারাজের আদেশে সহচরী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া এখানে আইসেন!

দূত। যথা আজ্ঞা মন্ত্রী মহাশয়। আমি অদ্যই রাণীমাকে আনবার জন্য রওনা হব।

বিদূষক! মন্ত্রী মহাশয়! এ গরিব ব্রাহ্মণের কথা কি ভুলে গেলেন?

মন্ত্রী। তাইত তাইত আমি আসল কথা বলতে ভুলে গিয়াছিলাম। দূত! তুমি মহারাজের সখার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণীকে বলবে তিনিও যেন রাণীমার সঙ্গে আইসেন; কারণ মহারাজের সখা তাঁহার জন্য বড় কাতর হয়েছেন।

বিদূষক। দেখ দূত! তুমি ভাল করে বুঝিয়ে সুজিয়ে আমার ব্রাহ্মণীকে এখানে আসতে বোল, দেখ যেন ভুলনা। যদি ব্রাহ্মণীকে আনতে পার তোমায় ভাল করে বক্সিস দেবো। আর একটি কথা তোমায় বলে দিচ্চি, যদি তিনি এখানে আসেন, তাহা হলে তাঁর গা ভরা গহনা হবে; মহারাজ দেবেন বলেচেন। আর যদি না আসেন নিজেই ঠক্‌বেন; আমি ত আর এখান থেকে নড়চিনা; কারণ পর্ব্বত পরিমাণ সন্দেশের আয়োজন হবে, তা ছেড়ে আমি কি কোথায় যেতে পারি?

রাজা। সখা! যদি তোমার ব্রাহ্মণী একান্ত না আসেন, তার জন্য ভেব না; তার একটি উপায় আমি স্থির করেছি।

বিদূষক। মহারাজ! ব্রাহ্মণী যদি না আসে, আমি আর কি করব বলুন? ষাঁড়ের মত এথায় সেথায় বেড়াব।

রাজা। তুমি আমার প্রাণের সখা, তোমার কষ্ট হবে আমি কি সহ্য করতে পারব?

বিদূষক। মহারাজ! আমার জন্য তবে কি উপায় করবেন বলে ফেলুন; শোনবার জন্য আমার প্রাণ ধড়ফড় করুছে।

রাজা। আর একটি নূতন ব্রাহ্মণী করে দেব তার জন্য ভাবনা কি?

বিদূষক। তা-তা মহারাজের অনুগ্রহে কি না হয়।

রাজা। মন্ত্রিবর! মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সমস্ত দ্রব্যাদির আয়োজন যাহাতে সত্বর হয়, তাহার বন্দোবস্ত কর এবং এই স্থল যাহাতে শীঘ্র মহানগরীতে পরিণত হয়, তাহার উদ্যোগ ও করিও।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি একটি কথা বলতে আপনাকে ভুলে গিয়েছিলাম। যখন মন্দির বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া প্রতিষ্ঠা করান হইবেক, তখন এই স্থানে কি পতাকা ইত্যাদি দ্বারা সুন্দররূপে সুসজ্জিত করান হইবে?

রাজা। তা হবে বৈকি।

বিদূষক। মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়ের মনোবাঞ্ছা ত পূর্ণ হবে, আমার একটি আশা কি পূর্ণ হইবে না?

রাজা। তোমার অভিলাষ কি প্রকাশ করিয়া বল, তোমার মনোবাঞ্ছা কবে না পূর্ণ হইয়াছে? তুমি যখন আমার সখা তখন কি আর কিছু বাকি থাকবে?

বিদূষক। যখন এত ধুম ধাম হবে, তখন নাচ গানটা কি আর বাকী থাকবে? সেই কথা আমি ভাবছিলাম।

রাজা। সখা! সেটা কি বাকী থাকতে পারে? ওটা যে ধুমধামের একটি প্রধান অঙ্গ। সন্ধ্যা হতে আর বেশী বাকী নাই, চল আমরা বাগানে বেড়াতে যাই।

বিদূষক। সেকথা আর বলতে; আমিত মহারাজ পা বাড়িয়ে আছি।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ কানন।

প্রমদা। কেমন সখি! আমি ত তোমায় বলেছিলাম মহারাজ তোমায় যে ভাল বাসেন, তোমায় ভুলে কি তিনি কোথাও থাক্‌তে পারবেন? তিনি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন ব'লে তোমাকে আন্‌তে পাঠান নাই; যেই কাজ শেষ হল অমনি তোমাকে আনালেন, এমন না হলে কি ভালবাসা!

রাণী। প্রিয় সখি! তুমি যা বলেছিলে তা সত্তি। তুমি বোধ হয় গণ্‌তে যান; তাই ঠিক করে বল্‌তে পেরেছিলে। আমার বেলা ঠিক ঠাক্

বল্‌তে পারলে কৈ নিজের বেলা ত বল্‌তে পার নাই! সে যাহা হউক তোমার প্রাণনাথ যে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে এসেছেন, সেই আমাদের ঢের।

কিরণ। বলি এখন যে আর দুজনের মুখে হাসি ধরেনা; সদাই মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসা হয়, লুকিয়ে লুকিয়ে কত কি বলাবলি হয়, তা আমাকে গোপন করে তোমাদের লাভ কি? কোন কথা বল্‌লে. আমি কি লোকের কাছে ঢাক বাজিয়ে বলে বেড়াতাম? যখন নাগ-রেরা বিদেশে ছিল, তখন আমার কাছে কত দুঃখের কান্না হত; এখন নাগর পেয়ে সব কথা ভুলে গেছেন!

প্রমদা। না দিদি, তোমার কাছে কি আমরা কোন কথা লুকুতে পারি? তুমি যে চিরকাল আমাদের দুঃখের দুখী; আমার দুঃখের সময় আমাদিগকে কতই প্রবোধ দিয়েছ, তোমার প্রবোধ বাক্যে আমরা বেঁচে ছিলাম।

রাণী। ভাল কথা ভুলে গিয়েছিলাম কৈ প্রমদা তুইত বল্‌লিনি তোর নাগর এতদিন কোথায় ছিল এবং কার প্রেমে বাঁধা পোড়েছিল।

কিরণ। সে কথা কি আর আমাদিগকে ও বল্‌বে? এখন যে কুদিন গিয়ে সুদিন হয়েছে; এখন আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে না যে ওর প্রাণ নাথ ওকে আলিঙ্গন করে বল্‌ছে "প্রমদা আমি এসেছি, আর তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবনা" এখন যে সদাই জেগে জেগে স্বপ্নদেখে।

প্রমদা। ভাই আমাকে তোমরা মিছা মিছি ঠাট্টা করে আমার উপর দোষ দিচ্ছ; কিছু বিশেষ এমন ঘটনা হয় নাই যে, তোমাদিগকে বলি; তা তোমরা যখন নেহাৎ ছাড়বে না, তখন তিনি যা বলেছেন, আমাকে তা বল্‌তে হবে। তাঁর কোন বন্ধুর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়েছিল তাই তাঁহাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন; তখন তাঁর বাঁচিবার আশা ছিল না;

এমন কি তিনি লোক চিন্‌তে পারেন নাই; অনেক কষ্টে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন। তাঁর বন্ধু তাঁকে ছেড়ে দেন নাই, তাই তিনি এত দিন আস্‌তে পারেন নাই।

কিরণ। তাই ভাল, মেয়ে মানুষের প্রেমে বাঁধা না পড়ে তোমার নাগর যে পুরুষ মানুষের প্রেমে বাঁধা পড়্‌ছিলেন, তাই রক্ষা; তাইতে তুমি হাতের পাঁচ ফিরে পেয়েছ; নতুবা চির দিনই মুখ শুকিয়ে বেড়াতে, আর স্বপ্নে প্রাণনাথকে আলিঙ্গন করতে।

রাণী। দেখ কিরণ! আমরা যে আর জাজপুরে ফিরে যাব এমন বোধ হয় না; কারণ মহারাজের কথার ভাবে বুঝতে পারলাম যে, চিরদিন আমাদিগকে এখানে থাকৃতে হবে। যে জায়গায় আমরা এসেছি, এ জঙ্গল ছিল; জঙ্গল কেটে নগর বসান হচ্চে। আচ্ছা ভাই কেমন সুন্দর মন্দির দেখা যাচ্চে, আমরা কাছে গিয়ে দেখ্‌লে আরও ভাল করে দেখ্‌তে পাব। মহারাজ বলেছেন যে মন্দির শীঘ্র প্রতিষ্ঠা করবেন, যে দিন প্রতিষ্ঠা করবেন সেই দিন আমরা মন্দিরের ভিতর গিয়ে শিব পূজা কর্‌ব।

কিরণ। তখন কি ভাই আমাদিগকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? না, আমাদের কথা তোমার মনে থাকৃবে? তখন যে জোড়ে শিব পূজা করতে যাবে।

রাণী। কিরণের সকল কথাতেই ঠাট্টা; তোমার সঙ্গে ভাই কেউ পেরে উঠ্‌বে না। মহারাজ সঙ্গে থাকৃলেনইবা; তোমরা সঙ্গে না থাকৃবে কেন? তোমরা যে আমার চির সঙ্গিনী!

প্রমদা। কিরণ দিদি সকলকে ঠাট্টা করবে না কেন? বুড় বয়েসে রস এখন উথ্‌লে উঠ্‌ছে, নাগরীর এই বয়সে এই—না জানি নাগরের বা কত?

কিরণ। হাঁ লো আমার নাগরের কাছে গিয়ে একবার দেখে আয় না, তাঁর কত রস আছে? আচ্ছা যখন তোর নাগর বিদেশে ছিল, তখন যদি আমায় একবার বল্‌তিস্, তা হলে তোর বড় উপকার হত; মুখ শুকিয়ে হায় হায় করে মর্‌তিস না।

প্রমদা। তোমার নাগরের যদি বেশী রস হয়ে থাকে, তাইতে তুমি হাবু ডুবু খাওগে; আমার যা আছে তাই ভাল, বিদেশে যদি কাহার ভাতার যায়, তাতে যে কি কষ্ট হয়, তা সেই বুঝতে পারে; তোমার নাগর তোমায় ছেড়ে ত কোথায় কখন যান নাই, তা তুমি সে কষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌বে কি করে? তোমার বয়েসের ত গাছ পাথর নাই, তবুও তুমি নাগরকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকৃতে পার না।

রাণী। বলি তোরা কচ্চিস্ কি? ঠাট্টা তামাসা কর্‌তে গিয়ে যে ঝগড়া করতে আরম্ভ করলি, চুপ কর ভাই, আর ঝগড়া করে মন খারাপ করিস নে।

প্রমদা। আমার কি ঝগড়া করা অভ্যাস? দেখ না সখি! গায়ে পড়ে ঝগড়া কর্‌ছে। আমি এমন কি কথা আগে বলেছিলাম যে আমাকে নানান কথা শুনিয়ে দিলে?

কিরণ। ওর ঝগড়া করা অভ্যাস নয় আমার ঝগড়া করা অভ্যাস; আমি লোকের বাড়ীতে গিয়ে ঝগড়া করে বেড়াই। যৌবনের ভরে চখে দেখ্‌তে পাচ্ছে না, কানে শুন্‌তে পাচ্ছে না; আমি হচ্চি বুড়ী আমাকে খাতিরে আন্‌বে কেন? ওর মত আমি যদি সুন্দরী হতেম আর আমার যদি কাঁচা বয়েস হত তা হলে মানুষের মধ্যে গণ্‌তে পারত।

রাণী। তোরা ভাই চুপ কর, আর মিছামিছি ঝগড়া করিস্‌নি, তোদের কথা বার্ত্তা শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হচ্চে। কোথায় মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে, শিব পূজা কি রকমে করা যাবে সেই পরামর্শ কর্‌ব তা না করে

তোরা কিনা মিছামিছি ঝগড়া করতে আরম্ভ কর্‌লি। এতে লাভ আর কিছুই নয় কেবল মনের কষ্ট মাত্র।

প্রমদা। আমি যদি আর কোন কথা বলি আমার যার বাড়া নাই দিব্বি রহিল।

রাজা। (স্বগত) বা প্রমদা ও কিরণ কেমন ঝগড়া করছে, আমি সবই শুনেছি, এখন ওদের নিকট আমার যাওয়া উচিত নয়; যাই যদি ওরা বড়ই লজ্জিতা হবে! মনে করেছিলাম বাগানে এসে লুকিয়ে ওদের দুটো গান শুনব; কিন্তু অদৃষ্টে তাহা ঘটে উঠিলনা; আরও কিছুক্ষণ লুকিয়ে এখানে থাকি পরে সাড়া দিয়ে ওদের নিকটে যাব।

কিরণ। সখি! ঐ মহারাজ আস্‌ছেন আমি এখন বাড়ী যাই; এর পর আসব।

রাণী। মহারাজ এলেনই বা তোমরা আমার কাছ থেকে যাবে কেন? তিনি তোমাদিগকে কি দেখেন নাই। উনি অসময়ে এখানে কেন এসেছেন জিজ্ঞাসা করিগে চল।

কিরণ। না ভাই, তোমাদের কত কি গোপনীয় কথা আছে; সেই সব কথা হয় ত হবে, আমরা থাক্‌লে তোমাদের নানা রকম অসুবিধা; তবে আমি চল্লেম।

রাজা। কিরণ! আমাকে দেখে পালাচ্চ কেন? নূতন জায়গায় এসে তোমরা কি নূতন মানুষ হয়েছ? প্রমদা! তুমি কৈ পালাবার চেষ্টা কর্‌লেনা, তোমাদের সখীও করলে না, তা হলে আমি একলা থাক্‌তাম।

প্রমদা। মহারাজ কি পালাবার পথ রেখেছেন যে সরে পড়বো? পথ আট্‌কে যে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা। এখানে যে মন্দির করান হয়েছে শীঘ্র প্রতিষ্ঠা করান হবে; তাতে

খুব ধুম ধামও হবে; সুতরাং নাচ গাওনা হওয়াও দরকার; এ জঙ্গল দেশে নাচবার ও গাইবার লোক খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রমদা। যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে কেন নাচওয়ালীদিগকে আনান না?

রাজা। নিকটেই যখন নাচবার গাইবার লোক পাচ্চি তখন দূরদেশ থেকে আনবার দরকার কি?

প্রমদা। তবে এই যে বল্‌ছিলেন এ জঙ্গল দেশে নাচবার গাইবার লোক পাওয়া যায় না?

রাজা। পাওয়া যাবে না কেন, তবে তারা রাজী হলে হয়।

প্রমদা। মহারাজের হুকুম কে না শুনবে, আপনি যখনই আদেশ করবেন তখনই তারা এসে নাচবে ও গাইবে।

রাজা। যদি এরূপ হয় তবে আর ভাবনা কিসের? নাচবার ও গাইবার লোকের মধ্যে কিরণ, তুমি ও তোমাদের সখি ভিন্ন আর ত এ জঙ্গল দেশে লোক দেখ্‌তে পাইনা; তবে তোমরাই আমার আদেশে নাচবার ও গাইবার ভার নিলে।

প্রমদা। ওমা সেকি গো! আমরা হলেম গেরস্থ ঘরের মেয়ে, আর আমাদের সখী হচ্চেন রাজরাণী; আমরা কিনা রাজসভায় নাচতে গাইতে গেলেম!

রাজা। তা আমি ছাড়চিনা; এইমাত্র তুমি বল্লে আমি হুকুম কল্লে তারা নাচতে ও গাইতে পাবে; তবে তারা এখন অমত করছে কেন?

রাণী। ও রকম করে আমাদিগকে ঠাট্টা করা হচ্চে কেন? তা বল্লেই ত হয় এখন ২।১ টা গান শোনবার ইচ্ছা হয়েছে। ভাই প্রমদা, কিরণ তোরা মহারাজকে ২।১টা করে এখন গান শুনিয়ে দে; তাহলে মহারাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

প্রমদা। কেবল আমরাই বুঝি গান গাইব? আর তুমি ফাঁকি দেবে; তা তোমাকেও ছাড়বনা, তোমাকেও ২।১টা গান গাইতে হবে।

রাণী। আর দেরী করিস কেন? ভাই! রাত্রির যে হয়ে এল।

প্রমদা। যখন মহারাজ নেহাত্ ছাড়বেন না তখন অগত্যা গাই।

রাজা। বা তোমরা তিন জনে ত বেশ গাইতে পার, তা রাজসভায় গোটাকতক গান গেয়ে পাঁচ জনকে শোনালে ক্ষতি কি? সকলেই তোমাদের সুখ্যাতি কর্‌বে।

কিরণ। সখি! রাত হয়েছে আর আমি থাক্‌বনা বাড়ী যাই; তুমি মহারাজের সঙ্গে বাগানে বেড়াও আর গান গাও।

রাণী। কিরণ ও প্রমদা যদি বা দুই এক দণ্ড এখানে থাক্‌তো তা মহা-রাজের ঠাট্টার চোটে পালাবার চেষ্টা কচ্ছে। চল ভাই আমিও যাই, রাত্রে এখানে থেকে কি করবো।

রাজা। তোমরা যখন নেহাৎ এখান থেকে চলে যাচ্চ, তখন আমি আর একা থেকে কি করব্? চল আমিও যাই।

কিরণ। (স্বগত) মাগো মা ঠিক যেন জেলেনির সঙ্গে কেলে হাঁড়ি যাচ্চে।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখ।

রাজা। হে দেব আপনার কৃপায় অদ্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছি; প্রভু অভয় দান করুন, যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! যখন দয়াময় কৃপা করিয়া আপনাকে দর্শন দিয়া

মন্দির সকল নির্ম্মাণ করাইতে আদেশ করিয়াছেন, তখন আপনার মনোবাঞ্ছা যে কেন পূর্ণ হইবে না তা আমি বল্‌তে পারিনা।

রাজা। মন্ত্রিবর! সত্বর পূজার সামগ্রী আনিতে এবং পুরোহিতকে আসিতে বলিয়া পাঠাও; আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার কুলপুরোহিত মন্দিরের হাতার ভিতর আসিয়া পূজার যাবতীয় দ্রব্য আসিয়াছে কিনা তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন; রাণী মা এবং তাঁহার সখীরা মন্দির সকল দর্শন করিতেছেন, সকলেই সত্বর এখানে আসিয়া উপস্থিত হবেন।

রাণী। কিরণ! তুমি না আমায় বলেছিলে যখন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে তখন তোমাদিগকে আমি সঙ্গে করে আন্‌বনা? ভাই মন্দিরের কাজ বেশ সুন্দর হয়েছে; কিন্তু মিস্তিরিরা নানা স্থানে অনেক গুলি খারাপ মূর্ত্তি তৈয়ার করেছে; দেব মন্দিরে ওরকম মূর্ত্তি রাখা ভাল হয় নাই; একথা আমি মহারাজকে বল্‌বো।

কিরণ। আমাদের সঙ্গে থেকে মূর্ত্তি গুলি দেখেছ বলে ঐ গুলো তোমার চক্ষে ভাল দেখায় নাই; যদি মহারাজ সঙ্গে থাকৃতেন, তাহা হলে ভাল তো লাগ্‌তো; তাছাড়া হয়ত ২।১টি মূর্ত্তি দেখে মন্দির পবিত্র করে ফেল্‌তে।

রাণী। কিরণের সব সময়েই ঠাট্টা; দেব মন্দিরে ও সমস্ত কথা কি বলতে আছে? প্রমদা তুমি যে চুপ করে রইলে, কিছু বল্‌বে বল্‌বে ব'লে বোধ হচ্চে। তা বলে ফেল না; আমরা ত আর মুখে হাত দিয়ে বন্ধ করিনি।

প্রমদা। আমি ভাবছি মহারাজ কেমন পাকে প্রকারে আমাদিগের দ্বারা শপথ করে নিয়ে সে দিন বাগানে গান গাইয়ে নিলেন। আবার মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেলে, হয় ত কৌশল করে দিব্বি করিয়ে নেবেন যে আমাদিগকে রাজসভায় নাচতে ও গাইতে হবে।

রাণী। বাগানে আর কেউ ছিল না বলে ওরকম করে গান গাইয়ে নিয়েছেন। রাজসভায় আমাদিগকে কি নিয়ে যেতে পারেন, না সেখানে নাচ্‌তে গাইতে হবে বল্‌তে পারেন? যদি বলেন, তা হলে যে তাঁর অপমান হবে; কিন্তু আমার বোধ হচ্চে আর এক দিন বাগানে আমাদের গান না শুনে ছাড়বেন না।

রামা। বোপকলা এ বোম আনিকিরি মোট প্রাণ গলা, মোর কন্ধর চোপা ছাড়ি যাউচি।

মাগুনী। তোর তো সে পরি হউচি, মোর যে অঁচা ভাঙ্গিগলানি মু আর কেবে বোঝ বহি ন পারিবি, মোর পিলা কুটুম্ব ন খাই কিরি মরি জিব।

মগা। মু বেলপত্রি আনিবা পাঁই নটায়ে পশিথিলি মতে বাঘ খাই থান্তা; মু ত বেলপত্রি আনিকিরি সজিল করিদিলি তেবে গোঁসাই মহা-প্রভুঙ্কর মন বোধ হই না হাস্তি; এতে বেড়ে আউ বেল পত্রি মু কৌঠু পাইবি।

শ্যামা। মতে ফুল পাই পঠাই থিলা মু দুই টোকাই ফুল আনিচি এতে অটিব কিনা মু কহি ন পারে।

রামা। আউ কইলো কোড় হব? এঠু নিতি নিতি দেহঙ্কপাই ফুল বেলপত্রি আনি বাকু হব; যদি আনি পরিবু তেবে মন্ত্রি মহাশয় বাড়াই কিরি হাড্ড ভাঙ্গি দেবে।

মগা। বাপ্পা লো, নিতি নিতি মু এতে বেল পত্রি আনি পারি বিনি এতে বেল পাত্র কৌঠু মিড়িব? শ্যামা তুত নিতি নিতি দু টোকাই করি ফুল আনি পারিবু?

শ্যামা। বেলী ফুল থিলে সিনা আনিবি নিতি নিতি এতে ফুল কৌঠু আনিবি? যেবে না আনি পরিবি মন্ত্রি মহাশয় বাড্ডাইবে মগা ভাই মু দেউল প্রতিষ্ঠা কাম সরি গলে মু গাঁকু পড়াই বি।

মাগুনী। পড়াই কিরি কোয়াড়ে যিবি? যোয়াড়ে পড়াইবু সেইঠু ধরি অনাই কাম কৱাই নেবে, আউ লাভ এতেকি হব যে মাড্ডযরি হাড্ড ভাঙ্গি দেবে।

যগা। মু গোটা কৌশড় মনরে আঁটুচি যে গুটীক যদি সকড় হুয়ে মু বাঁচি জিবি।

শ্যামা। তোর মাইপো রাণ আন্ সে কথা মতে কহিদে যদি ন কহিবি তেবে তোর গোড় তলে মুণ্ড বাড়াই কিরি মরিবি।

যগা। সে কথা কেবে মু তোড়ে কহিবিনি তু আউ কাহাকু কহি দবু।

শ্যামা। মোর গুটী পুয়ো মু যে সে কথা আউ কাহাকু কহিবি তেবে মের পুয়ো মরিজিব কুড় বুড়ি জিবে।

যগা। যেত্তেবেড়ে তু এ পরি নিয়ম কলি মু তোতে কহুচি শুন, গোঁহাই ঠাকুর কু কিছি মিছি নাছ দিবকু হব, তেবে আস্তমানুঙ্কর দুথ ন রহি পারে।

শ্যামা। যগা ভাই! তোর পেটরে এ পরি বুদ্ধি অছি মু আগ বুঝি পারি না হু। জাজপুড়র তোতে মু লাভ ইঙ্গিত করিচিলি আউ কে যে তোতে মু ইঙ্গিত করিবিনি অপিধু তু মোর বড় ভাই হলু; মোর আন তু আউ কাহাকু একথা কহিবুনি।

যগা। এ কথা কহিকিরি কি মোর মুণ্ড মু নীয়ে ভাঙ্গি পকাইবি?

শ্যামা। গোটা বেড় পলা মোরআউকিছি ভল লাগুনা, মহারাজঙ্কর মাইপো আইলা মন্ত্রি মহাশয়ঙ্কর মাইপো আইলানি আউ কোড় মনুষ্যড় আইলা কেবড় আম্ভোমানে গড়ীব বলিকিরি কেহি আসি পারি না সেহি; মু যদি দুতর সঙ্গরে যাই যান্তি তেবে মুবি পিলামানস্ত আনি যান্তি।

যগা। মুকি আগ যানিপারি থিলি যে আউ গাঁকু জিবাকু হবনাহি

যদি কেপরি.টিল খবর পাই যান্তি তেবে মু জাজপুর নহরঠু বাহিরিকু বেড়ে পিহামানস্কু খেনিকিরি আসি যান্তি আউ ভাবিকিরি কোড় করিবি কপাড় মূড়। এঠারে কোত আর পস্তাত হব কোত মুনুষ্য খাইবে আউ আম্ভের পিরামানে সে ঠারা উপাস রহিব ; আম্ভোমানে কোড় করিবি "ছেনা গুড় কদলী অদিষ্টে থিলে সিনা খাইবে"।

রামা। ও যগা ভাই ! ও শ্যাম ভাই ! রায়া হই গলিকিরে, কাঁদুচ কাই পাই, আউ কাঁদিকিরি কোড় হব, বোঝ বহিবাকু আম্ভ মাদঙ্কর জনম হইয়ছি বোঝ বহিবু মু তো কোড় করিবু ? হউ আম্ভোমানে বোঝ বহিবি আউ তোম্ভমানে হাকিমি করিবু।

শ্যামা। আম্ভমানে বায়া হইনাহু হবাপরিহউয়ছি।

রামা। কাই কি ভাই ? তোর মুণ্ডকি সদাবেড়ে বুলুচি ? না তোর মাইপো পাই মনর সুয় নাই, সেই পরিহব মতে বোধ হউচি। আউ ভাবি কিরি আম্ভমানে কোড় করিবি ? যেতে দুক্ষ সবু দেহ আম্ভ শঙ্কর কপাড়ে লিখি দেইয়ছন্তি। দেউর প্রতিষ্ঠা কাম সরি গলে মনিমাকু কহি দেশয়ে যাই পিলামানঙ্ক আনিবি।

যগা। সে পরিহবলিত আউ কোড় হব দেউর প্রতিষ্ঠা কাম সরিগলে পিলামানে আসি আউ ভল পদার্থ কোড় খাইবে ? কাপাড়ে যে সার হিগুণ কদড়ী অছি সে তে কি। মু মহারাজ্ঞর সথা পাখায় শুনিয়ছি পাহাড় পরি সন্দেশ মিঠাই আরিকা হব, সেমন্তে যাহি পারব, কহিয়ছি তু যেতে সন্দেশ আরিকা মাগিচু তেতে সেতে দোয়া খির মু ত একটু টিয়া কোত আনিবি আউ কোত বা খাইবি ? পিলামানে খাই পারিবে নাহু সেত্তি পাই মোর ছাতি কাটে খাউছি।

শ্যামা। রাম ভাই। সের মনর কথা টানি কিরি কহিলু। মোর মনরে যে কেতে দুক্ষ হউছি, তোতে আউ কোড় কহিবি ? সব্ব মাগুলি

ভাই ভল অছি তার পিলাকিলাকেউ না হাস্তি যে পদার্থ পাউচি নিজর পটরে পকাউচি।

মাগুলি। তুবলি এপরি কহিলু তুগ কহিবু ত আউকে কি এপরি কহি পারে তু যে মোর মাইপোর ভাই।

শ্যামা। মু তোর সড়া হলি কাঁই কি? তোর তো মুড়েরে মাইপো নাই তু মোর সড়া তোর ভৌনিকু মু বা হইচি একথা তু কিপরি পাশরি গুলু।

যগা। মছিরে তোম্ভমানে কাঁই পাই কলি করিছ এই নানাতেই এয়াড়ে আসি পড়িব। মলামলা গোঁসাই ঠাকুর এয়াড়ে আসুছন্তি, এই নাগে ফুল কাঁই বেলপত্রি কাঁই কোত আনিছু আউ আউ জিনিষ আরিকা আসিছি কিনা পচারিবে।

মধুমিশ্র। যগা! বেলপত্রি, আউ আউ পূজার জিনিষ আরিকা আনি-কিরি এঠায়ে কাঁই পাঁই বসি অছু! পূজার বেড় হই গলানি চঞ্চর এ সবু জিনিস ঘেনি আর।

যগা। যাউচি অসবধান। মাগুলি ভাই ভার উঠাম!

মধুমিশ্র। র বা, সবু জিনিষ অনা হইয়ছি কিনা মু অগে বুঝেনেবি পছরে এসবু দিউড় ভিতরে পসিবে।

শ্যামা। মু তুন হইকিরি ভারি থিলি গোঁসাই ঠাকুর ভুলিকিরি জিনিস আরিকা ন দেখি দেউড় ভিতরে নবার হুকুম দেউচি কিনা, সে হউচি-পুরাণ আস্তমানঙ্কর প্রাণ নেবে ভেবে ছাড়ি দেবে।

মধুমিশ্র। বেলপত্রি আউ ফুল উনা উনা দেখুচি এ গুলা অটিব বলি মোর বোধ হউনা। যগ, শ্যামা এতে উনা উনা আনিছু কাইকি?

যগা। মহাপ্রভু! কালিঠু অধিক করি আনিবি আগি আউ সিড়ি পচা নাহি।

মধুমিশ্র। যেবে কালিঠু বেশী করি ন আনিবু তেবে মন্ত্রি মহাশয়ঙ্কু কহি দৈবি।

মগা। হউ শান্ত।

মাগুলী। রাম ভাই! বোঝ উঠাম্ বেড় হই গলানি।

রাণী। চল ভাই, মন্দিরের ভিতর যাই; শিবপূজা কর্‌তে হবে।

কিরণ। আমরা গিয়ে আর কি কর্‌ব? তোমরা যে জোড়ে পূজা কর্‌বে।

রাণী। পূজা কর্‌লেম বা! তোমরাও পূজা করবে, তাতে দোষ কি? ঠাকুর ত সকলেরই।

কিরণ। ঠাকুর ত সকলের তা আমরা জানি; কিন্তু পূজা করিবার সময় তুমি হয়ত আমাদিগকে তোমায় ছুঁয়ে থাক্‌তে বলবে, ঠাকুরের সাম্‌নে আমরা কি এ বয়সে একটা নূতন লাভ করে ফেলব? তা হলে তখন সখি বলে আর ডাক্‌বে না; ঝাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দেবে। আমাদের যে একটু বিষ আছে, তারই জোরে আমরা বেঁচে আছি; বিষটুকু খুইয়ে কি ঢোঁড়া হবো? তোমার জিনিষ তোমারই থাক, আমরা তার ভাগ বসাতে চাই না।

রাণী। কিরণের সকল কথাতেই যেন তা!

মগা। আপনমানে দেহঙ্কর ছামুয়ে অদেস্ত মনিমা ডাকুচন্তি।

রাণী। চল্ ভাই চল্ আর দেরি করিসনি ঘরে গিয়ে ঢের ঠাট্টা তামাসা হবে এখন।

প্রমদা। আমি গিয়ে আর কি কর্‌বো তোমরা দুজনে যাও; আমি এ ধার ও ধার দেখে বেড়াই, আর মনে মনে গান গাই।

প্রমদা। ভাল কথা মনে করে দিলি। ভাই সদাই আমরা রসের গান গাই; তুই ঠাকুরের একটি গান গা; তুই অনেক ঠাকুরের গান জানিস্।

প্রমদা। আমিও তাই মনে করেছিলাম যে তোমরা ঠাকুর পূজা করতে থাক, আমি বেড়িয়ে বেড়িয়ে ঠাকুরের গান গাহিতে থাক্‌বো; তোমরা চলে গেলে আর শোনবার লোক পেতাম না; তা একটা গান শুনে যাও।

রাণা। গানও শুনবো, তোমাকে সঙ্গে করে নিয়েও যাবো।

মধুমিশ্র। এই যে মহারাজ পূজায় বসেছেন; আমিও সমস্ত পূজার জিনিষ দেখে শুনে এনেছি; আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। কৈ রাণী মা এখনও আসেন নাই? যাই তাঁকে ডেকে আনিগে; না আর আমায় যেতে হ'ল না সখীদের সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌চেন। রাণী মা এখানে এলে আমি বাহিরে যাব, পরে আবার আসিব।

রাজা। হে দেব! আপনার কৃপায় আপনাকে পেয়েছি; আপনি দয়াময়; আমার উপর আপনার কৃপার সীমা নাই; নতুবা স্বপ্নে দেখা দিয়ে এখানে আসবেন কেন? যাঁকে যোগময় চিরকাল যোগে রত থাকিয়া দর্শন পান না, তিনি কিনা এই নরাধমকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন? প্রভু! আমি সামান্য মানব; আপনার মহিমা কি বুঝিব! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও তেত্রিশ কোটী দেবতা আপনার মহিমা বুঝিতে অক্ষম।

রাণী। প্রভু! আমি অবলা স্ত্রীজাতি আপনাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করি; আমার পূজা আপনার গ্রহণ যোগ্য হবে কিনা, তাহা আপনি জানেন। আপনি কৃপা করিয়া স্ত্রীজাতির মান বাড়াইবার জন্য সুরধুনীকে সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন এবং অসুরনাশিনীর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।

হর। ভক্ত রে, তোদের প্রতি আমার চিরকাল দয়া। তোরা আমাকে ভক্তি প্রেমে বেঁধেছিস। তোদের পূজা আমি ভক্তিভাবেই গ্রহণ করিব; কিন্তু তোরা কেবল আমাকে পূজা করিসনে; আমার ইষ্টদেবতা এই

স্থানে আমার সহিত আছেন; তাঁহাকেও পূজা করিও। তিনি যোগময়, যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই স্থানে তাঁহাকে পূজা করিবে সে নিশ্চয়ই অন্তিমে গোলোকধামে বাস করিবে। ভক্তরে প্রথমে তাঁকে সচন্দন তুলসী ও পুষ্প দিয়া পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিবে; তাঁহার পূজা অগ্রে না হইলে আমার পূজা করিয়া কোন ফল নাই। যদি কেহ আমার পূজা অগ্রে করে, তাহা আমি গ্রহণ করিব না। এই স্থানে যোগময় আছেন, আমি তাঁহার জন্য যোগে সদা রত; সুতরাং অদ্য হইতে এই ধামের নাম যোগময় পুরী হইল।

রাজা। হে দীননাথ, হে কৃপাময়, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আপনার ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য্য কিরণ দিতেছে; আপনিই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে পলকে ধ্বংস করিতে পারেন; আপনার দয়ার সীমা নাই। (মহাদেবের অন্তর্ধান) মিশ্রমহাশয় কোথায় গেলেন? আপনি এখন এখানে আসিতে পারেন।

মধুমিশ্র। আজ্ঞা মহারাজ, আমি এখানে আছি; যাইতেছি। আপনারা ত নিজে নিজে দেবদেব মহাদেবের পূজা করিলেন, এখন আমি ২।১টা মন্ত্র পড়াইতে ইচ্ছা করি; যদি অনুমতি হয়ত পড়াই।

রাজা। আপনি হচ্চেন কুল পুরোহিত; আপনি মন্ত্র পড়াবেন বৈকি; কিন্তু আপনাকে একটি কথা বলে দি; এই যে দেবতা সম্মুখে দেখ্‌বেন, তিনি কেবল হর নহেন—হরি এবং হর। বাবার আদেশ, অগ্রে হরি পূজা করিয়া পরে তাঁহার পূজা হইবেক; নতুবা তিনি পূজা গ্রহণ করিবেন না।

মধুমিশ্র। আচ্ছা তাহাই হইবে, আপনারা ফুল ও বিল্বপত্র ইত্যাদি গ্রহণ করুন আমি মন্ত্র পাঠ করাইতেছি।

ও রাণী। কৃত্তিবাস নমস্তেহস্তু, লিঙ্গরাজ মহেশ্বর স্থবর্ণকোট পতি শম্ভু বার.ত্রিভুবনেশ্বর নমস্তে ভুবনেশায় নমস্তে কৃত্তিবাসসে তব দর্শন ফলং দেহি মম সাধন হে ঈশ্বর।

আছেন, উহাঁদের অঙ্গে যে সমস্ত কারুকার্য্য আছে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই মন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দির মোহন ও ভোগ মণ্ডপ আছে।

(১১) শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দিকে হরিহর ও পার্ব্বতী এবং ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি দেবদেবীর স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছেন, ভুবনেশ্বর ও পার্ব্বতী প্রভৃতিকে চতুর্দ্দশ যাত্রা উপলক্ষে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে না। সেকারণ ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিকে বিমান এবং পাল্কী যোগে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে।

(১২) সাবিত্রী—মন্দিরের কোন কারুকার্য্য নাই।

(১৩) পার্ব্বতী।—মন্দিরের কারুকার্য্য এরূপ সুন্দর যে দেখিলে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।

(১৪) ভুবনেশ্বরী।—পুরীধামে যেমন বিমলা, এখানে সেইরূপ ভুবনেশ্বরী।

(১৫) বৃষভ।—একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত।

(১৬) উপরি লিখিত দেবদেবী ছাড়া আরও অনেকগুলি মন্দিরমধ্যে মহাদেব মূর্ত্তি আছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি মন্দিরের কারুকার্য্য অতি মনোহর। যথা—নৃসিংহ, নড়্‌কেশ্বর, কার্ত্তিকেশ্বর, ভৈরবেশ্বর, লক্ষ্মীশ্বর ইত্যাদি।

(১৭) কপিলেশ্বর।—সিংদরজা হইতে দক্ষিণদিকে কপিলেশ্বর দেবের মন্দির আছে, তথায় কপিলা নামে আছেন। কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য লোকে হত্যা দিয়া থাকে।

(১৮) ভুবনেশ্বর ধাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে খণ্ডগিরি ও উদয় গিরি নামক দুইটি পাহাড় আছে, ঐ পাহাড় হইতে ভয়ানক জঙ্গল দেখা যায়; তথায় ব্যাঘ্র হরিণ ভল্লুক বিস্তর আছে। দুইটি পাহাড়ে

অনেকগুলি গুহা আছে। পূর্ব্বে যোগী পুরুষগণ ঐ স্থানে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। এখনও দেখা যায় একজন যোগীপুরুষ তথায় যোগে রত আছেন। খণ্ডগিরির উপর একটি জৈন মন্দির আছে।

(১৯) কেদার-গৌরী ও মুক্তেশ্বর।—ভুবনেশ্বর ধামের সন্নিকটে কেদার গৌরী ও অন্যান্য অনেকগুলি মন্দির আছে; মুক্তেশ্বর মন্দিরের বহির্দ্দেশের কারুকার্য্য এবং মোহনের মধ্যস্থিত চন্দ্রাতপ দেখিতে অতি সুন্দর। ঐ মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহেবেরা উহার কারুকার্য্য দেখিয়া মোহিত হয়। উহার নিকট দুইটি কুণ্ড অর্থাৎ বড় বড় চৌবাচ্ছা আছে। লম্বে ২৫ হাতের কম নয়। একটির নাম হল্‌দি কাঠুয়া আর একটির নাম গৌরী কুণ্ড। উহাতে বিস্তর মৎস্য ক্রীড়া করিয়া থাকে; উহাদিগকে ধরা নিষিদ্ধ। প্রত্যেক কুণ্ডের দুইটী মুখ আছে, একটি দিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করে, আর একটি দিয়া বাহির হইয়া যায়। উহার জল কখন কম হয় না, ঐ জল সর্ব্বদা মাটির ভিতর হইতে আসে।

(২০) সিদ্ধেশ্বর কুণ্ড।—পাণ্ডারা ইহার আর একটি নাম দিয়াছে, যথা "মরিচ কুণ্ড"। ঋতুর পর উহার জল লইয়া বন্ধ্যানারীকে স্নান করাইলে পুত্রবতী হয়; উহার জল পাণ্ডারা সর্ব্বদা বিক্রয় করে, দেখা গিয়াছে অশোকাষ্টমীর দিন অর্থাৎ যেদিন এখানে রথ যাত্রা হয়, সেই দিন প্রথম এক কলসী জল ১২৮৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে।

(২১) রাজা রাণী।—মন্দিরের কারুকার্য্য অতি মনোহর; দেখিবার জিনিষ বটে।

(২২) মেঘেশ্বর।—মহাদেব উচ্চে প্রায় ১২।১৪ হাত, মস্তকে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ আছে; প্রবাদ আছে উনি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, সেকারণ হরি মস্তকে হস্ত দেন; সেকারণ উহাঁর বৃদ্ধি বন্ধ হইয়াছে।

(২৩) ব্রহ্মেশ্বর।—মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত, নিকটে একটি পুষ্করিণী আছে। মন্দিরের কারুকার্য্য নিতান্ত মন্দ নহে। এইরূপ ভুবনেশ্বর ধামের চারিদিকে প্রায় ৫০০।৭০০ মন্দির আছে; অনেকগুলির অবস্থা জীর্ণ; তন্মধ্যে কতকগুলির আমাদের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর সার জন উড্‌বরণ সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন।

(২৪) এখানে তিন শ্রেণীর পাণ্ডা আছে।

(ক) পূজা পাণ্ডা—ইহারা মহাপ্রভুকে পূজা করিয়া ভোগ নিবেদন করে।

(খ) বড় সেবক—পূজার পূর্ব্বে মহাপ্রভুকে বিন্দুসরোবরের জলে স্নান করাইয়া মস্তকোপরি ফুল বিল্বপত্র দেয় এবং বস্ত্র ও অলঙ্কার পরাইয়া সাজায়।

(গ) মহাসুপকার—মহাপ্রভুর ভোগ রন্ধন করে।

(ঘ) প্রত্যেক পাণ্ডার যাত্রীদিগকে দর্শন করাইবার ও পূজা করাইবার ক্ষমতা আছে।

(২৫) ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য মন্দির সকল মন্দির কমিটীর তত্ত্বাবধানে আছে।